ধামরাই থানার সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ ঘটনা সমীক্ষা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
নভেম্বর ১৯৯৫

ধামরাই থানার সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ ঘটনা সমীক্ষা

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা
নভেম্বর ১৯৯৫

মুখবন্ধ

দেশের সার্বিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের কার্যকর অংশগ্রহণ । এজন্য উন্নয়ন কর্মকান্ডের পটভূমি, উদ্দেশ্য, কৌশল ও পরিণতি সম্পর্কে জনসাধারণকে যথাযথভাবে অবহিত করা, মতামত সংগ্রহ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আধুনিক প্রশাসনের জন্য জরুরী করণীয় । গণতান্ত্রিক পরিমন্ডলের বিস্তৃতি এবং প্রশাসনে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ এক্ষেত্রে আরেকটি পূর্বশর্ত । এজন্য সরকারী কর্মকর্তাদের জনসাধারণের সাথে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তোলাও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ । অতীতে ঔপনিবেশিক এবং স্বৈরাচারী শাসনামলে প্রশাসনে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অবহেলিত হয়েছে । কিন্তু গণতান্ত্রিক পরিমন্ডলে জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান সচেতনতার প্রেক্ষাপটে এবিষয়ে অবহেলার অবকাশ সীমিত হয়ে এসেছে । জনসাধারণের সাথে সরকারী/সিভিল কর্মচারীদের কার্যকর গণসংযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার প্রেক্ষাপটে একটি থানায় বিভিন্ন স্তরে কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জনগণের সাথে সংযোগের প্রকৃতি পর্যালোচনা করা হয়েছে "ধামরাই থানার সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ একটি ঘটনা সমীক্ষা" শীর্ষক এই সমীক্ষায় ।

দেশে গণতান্ত্রিক পরিমন্ডলের পরিব্যাপ্তির পাশাপাশি জনসাধারণের সাথে সরকারী কর্মচারীদের গণসংযোগ যুগোপযোগী করার প্রসংগটি ক্রমান্বয়ে আরও গুরুত্ববহ হয়ে উঠবে বলে মনে হয় । সেজন্য আরও ব্যাপক গবেষণা পরিচালনায় গবেষকগণ এগিয়ে আসবেন আশা করি । আগামীদিনের গবেষকদের গবেষণা কর্মে, দেশের গণসংযোগ নীতি প্রণয়নে অথবা সরকারী কর্মচারীদের গণসংযোগ উন্নয়ন ও অধ্যয়নে এই গবেষণা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারলে শ্রম ও উদ্যোগ সার্থক বিবেচনা করবো । গবেষণার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে উঠতে মতামত ও পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করার জন্য সকলকে অনুরোধ জানাই ।

প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার অন্যতম উপাদান সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার সুযোগদানের জন্য বাংলাদেশ লোক - প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ও গবেষণা বিভাগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি । ঢাকা জেলার ধামরাই থানায় পরিচালিত এই গবেষণায় উপাত্ত ও তথ্য সরবরাহ এবং সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য ধামরাই থানার বিভিন্ন পেশার জনসাধারণ, গণপ্রতিনিধি এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ।

উপাত্ত সংগ্রাহক, সারণীকারক, মুদ্রাক্ষরিকসহ অন্যান্য যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে এই গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে তাদের সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা । বিশেষ করে প্রতিবেদন মুদ্রণে জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিনের সর্বাত্মক সহায়তা ভুলবার নয় ।

মোহাম্মদ জাহাংগীর হোসেন
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫
সাভার, ঢাকা

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
১.০	গবেষণার পটভূমি	১
২.০	তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট	৪
৩.০	গবেষণার যৌক্তিকতা	১৩
৪.০	গবেষণার উদ্দেশ্য	১৪
৫.০	অনুসৃত পদ্ধতি	১৫
৬.০	সীমাবদ্ধতা	১৮
৭.০	নমুনা এলাকা ও জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য	১৯
৮.০	প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ	২৪
৯.০	গবেষণায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফলসমূহ	৬১
১০.০	সুপারিশমালা	৬৫
১১.০	উপসংহার	৬৯
১২.০	গ্রন্থপঞ্জি	৭০
	পরিশিষ্ট - ১ (ধামরাই থানার মানচিত্র)	৭১
	পরিশিষ্ট - ২ (কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র)	৭২
	পরিশিষ্ট - ৩ (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র)	৮১
	পরিশিষ্ট - ৪ (গণপ্রতিনিধিদের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র)	৮৬
	পরিশিষ্ট - ৫ (সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র)	৯১

সারণী সূচি

সারণী শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১. ১৯৯৫ সালে ধামরাই থানায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি	২০
২. উত্তরদাতার বয়সভিত্তিক তথ্য	২১
৩. উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	২২
৪. প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সম্পর্কে মতামত	২৯
৫. জনসাধারণের সাথে কর্মকর্তাদের মাঠপর্যায়ের যোগাযোগ	৩৩
৬. পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের যোগাযোগ সংক্রান্ত বক্তব্য যাচাইয়ের ফলাফল	৩৪
৭. দর্শনার্থীদের পেশা	৩৫
৮. সরকারী দপ্তরে আগত দর্শনার্থীদের সাথে ব্যবহারের ধরন (কর্মচারীদের মতামত)	৪০
৯. গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা	৪৩
১০. গণপ্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে সরকারী কর্মচারীদের কাজের মান	৪৮
১১. গণপ্রতিনিধিদের তথ্য প্রাপ্তির উৎস	৫০
১২. জনসাধারণের ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১ (নোয়াখালী জেলার উপকূলে চরবাটা ইউনিয়নে)-এর খবর প্রাপ্তির উৎস	৫১
১৩. সরকারী দপ্তরে দর্শনার্থীদের সাথে ব্যবহারের ধরন (জনসাধারণের মতামত)	৫৪
১৪. সরকারী দপ্তরে জনসাধারণের হয়রানি	৫৪
১৫. ঘুষ প্রদান	৫৫
১৬. দর্শনার্থীদের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার ধরন	৫৬
১৭. দর্শনার্থীদেরকে বক্তব্য বুঝিয়ে বলা	৫৬
১৮. জনসাধারণের দৃষ্টিতে কর্মকর্তাদের দুর্নীতিগ্রস্থতা	৫৭
১৯. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবা প্রদানের তারতম্য	৫৮
২০. কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যেসকল দর্শনার্থীকে কম গুরুত্ব প্রদান করেন	৫৯
২১. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্কে জনসাধারণের মন্তব্য	৬০

১.০ গবেষণার পটভূমি

১.১ পারস্পরিক প্রয়োজন, উন্নয়ন এবং সামাজিক প্রগতির স্বার্থে আমরা প্রতিনিয়ত পরস্পরের সাথে যোগাযোগ করে থাকি । কৃষি উন্নয়ন, স্বাস্থ্যরক্ষা, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণ, গণশিক্ষা, দারিদ্র দূরীকরণ, পরিবেশ সংরক্ষণ, নারী অধিকার প্রতিষ্ঠাসহ সমাজের সার্বিক উন্নয়নে যোগাযোগ বিশ্বব্যাপী অপ্রতিরোধ্য মাধ্যম হিসেবে ক্রমেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠছে ।

১.২ উন্নয়নের পথে অগ্রসরমান দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থাকে সুসমন্বিত করে তুলতে যোগাযোগের ভূমিকা অপরিসীম । সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যোগাযোগের অভাব সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে । আমাদের দেশেও উন্নয়ন যোগাযোগের আধুনিক ধারণার যথাযথ ও পর্যাপ্ত প্রয়োগ অতি জরুরী ।

এক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র তথা সিভিল বুরোক্র্যাসির সাথে জনগণের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে । সিভিল বুরোক্র্যাসি গণতান্ত্রিক সমাজে প্রশাসনের একটি অপরিহার্য উপাদান । বৃটিশ আমলের প্রশাসন আমাদের দেশে জনমনে ভীতির সঞ্চার করতো, পাকিস্তান আমলেও জনগণের প্রতি প্রচন্ড অবিশ্বাস এবং সন্দেহ ছিল প্রশাসনের ভিত্তি । সুতরাং একথা বলা যায় অতীতে আমাদের দেশের প্রশাসন জনগণের আশা আকাংখার পরিপূরক হয়ে ওঠেনি - তাই উন্নয়নও রয়ে গেছে সুদূর পরাহত । বাংলাদেশ আমলেও আমলাতন্ত্রের এই মনমানসিকতার পরিবর্তন হয়নি বরং নৈতিক অধ:পতন দুর্নীতি ও অসততা আমলাতন্ত্রের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে প্রশাসন বিশেষজ্ঞগণ বিভিন্ন আলোচনায় উল্লেখ করেন । [1]

১.৩ উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে রাজনৈতিক মহল ও বুরোক্র্যাসির মধ্যে নৈতিক ও কার্যকর সমঝোতা প্রতিষ্ঠা তাই অত্যন্ত জরুরী । সাধারণত: আমাদের দেশের রাজনীতিবিদরা আমলাতন্ত্রকে সন্দেহের চোখে দেখেন। এর কারণ হয়তোবা হতে পারে, এই যন্ত্রের মাধ্যমে জনতার অংশ থাকাকালীন সময়ে তাঁরা নিগৃহীত হন বার বার ।

---

১. মুস্তফা মজিদ সম্পাদিত 'বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র' গ্রন্থে বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

অথবা হতে পারে, একজন রাজনীতিবিদ ক্ষমতায় এসেই প্রশাসনের সবকিছু নখদর্পণে নিতে ব্যর্থ হন (অনেক রাজনীতিবিদের অদক্ষতা এবং অনভিজ্ঞতাও এজন্য দায়ী), ক্ষেত্রবিশেষে আমলারা হয়ত: এই পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন, হয়ত: রাজনীতিবিদদের অদক্ষতার কুৎসা অহরহ প্রচার করতে শুনা যায় আমলাদের মুখে । আমাদের দেশে রাজনীতিবিদ এবং আমলা উভয় পক্ষই ক্ষেত্রবিশেষে অদক্ষ এবং অসৎ এ বিষয়ে অভিযোগ এবং পাল্টা অভিযোগ প্রায়ই পত্রপত্রিকায় দেখা যায় । ভুল বুঝাবুঝি এবং পারস্পরিক স্বার্থের টানাপোড়েন রাজনৈতিক শক্তি ও সিভিল ব্যুরোক্র্যাসির মধ্যে সুস্থ্য সমন্বয় ও সমঝোতার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং ফলশ্রুতিতে ব্যবধান সৃষ্টি হয় । এর ফলে প্রশাসনে জটিলতা ও সিদ্ধান্তহীনতা বাড়ছে বলে অনেকে মনে করেন ।

১.৪ সমালোচকদের মতে আমাদের দেশের সিভিল কর্মচারীরা প্রতিক্রিয়াশীল, জনগণের প্রতি প্রভু-মনোভাবাপন্ন, গণবিচ্ছিন্ন এবং জনসেবার নামে আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করা এদের বৈশিষ্ট্য । সমালোচকরা বলেন, দেশে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠতে না পারার মূল কারণই হলো দেশের 'সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের নেপথ্য ও অশুভ আঁতাত'।[2] আবার এর জবাবে অনেকে বলেন, অতীতে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে আমলাতন্ত্রই সংকটকালে দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে ।[3] তবে প্রশংসার চাইতে আমলাতন্ত্রের ভাগ্যে সমালোচনা এবং অভিযোগই জুটেছে বেশী ।

১.৫ এসব অভিযোগ উত্থাপনের কারণ হতে পারে হয়তো, সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল । হয়ত, তারা জনগণের কাছে তথ্য গোপন রাখার নীতিতে বিশ্বাসী, জনগণকে অন্ধকারে রেখে তারা হয়ত আত্মস্বার্থ চরিতার্থ করার পক্ষপাতি । আধুনিক যোগাযোগ প্রক্রিয়া এবং গণমাধ্যমের কর্মপ্রক্রিয়া ও ক্ষমতা সম্পর্কেও তাদের হয়ত সম্যক ধারণা নেই । তথ্য প্রবাহের সচলতা, এই অচল ও স্থবির প্রশাসন দিয়ে হয়ত আশা করা যায় না । উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রবাহের গুরুত্ব বুঝতেও

---

২. আব্দুল গাফফার চৌধুরীর 'বাংলাদেশে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্র্যাসির লড়াই'-গ্রন্থ দ্রষ্টব্য ।

৩. মুস্তাফা মজিদ সম্পাদিত বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র (সম্পাদিত প্রবন্ধ সংকলন) গ্রন্থের জনাব হাসনাত আব্দুল হাই এর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।

হয়ত এরা অক্ষম । প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার ক্ষেত্রে সিভিল কর্মচারীরাই হয়ত: সবচে বড় বাধার সৃষ্টি করতে পারে । প্রশ্ন হলো এসব অভিযোগের বাস্তব সম্মত ভিত্তি আছে কিনা ?

১.৬ দেশে পর্যাপ্ত গবেষণা অথবা অনুসন্ধান এবিষয়ে পরিচালিত হয়নি, যার ভিত্তিতে এসব বিষয়ে স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় । সিভিল কর্মচারীরা দেশের মানুষের কাছ থেকে সংযোগ বিচ্ছিন্ন কিনা, তারা জনগণের সাথে কি ধরনের সংযোগ রক্ষা করে, এক্ষেত্রে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা ও সমস্যা বিদ্যমান, এ সমস্ত সমস্যার কাম্য সমাধান কিভাবে হতে পারে - সে বিষয়ে গভীর পর্যবেক্ষণ ও প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করা তাই জরুরী ।

১.৭ উপরোক্ত বাস্তবতার আলোকে সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের প্রকৃতি চিহ্নিত করার জন্য এই ঘটনা সমীক্ষা পরিচালনা করা হয় ।

২.০ তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

২.১ সিভিল কর্মচারী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুসারে -"সরকারী কর্মচারী" অর্থ প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে অধিষ্ঠিত বা কর্মরত কোন ব্যক্তি[৪]-কে বুঝানো হয়েছে । অর্থাৎ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত যেসকল ব্যক্তি রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে পারিশ্রমিক হিসেবে বেতন ভাতা ইত্যাদি গ্রহণ করেন তারা সরকারী কর্মচারী বলে গণ্য হবেন । সংবিধানের একই অনুচ্ছেদে প্রজাতন্ত্রের কর্মের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে । সংবিধানের ব্যাখ্যা অনুসারে -"প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম - বুঝানো হয়েছে । রাষ্ট্রের নাগরিক ও সরকারী কর্মচারী হিসেবে সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য হলো (১) সংবিধান ও আইন মান্য করা, শৃংখলা রক্ষা করা, নাগরিক দায়িত্ব পালন করা এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করা ও (২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করার চেষ্টা করা ।[৫] উল্লিখিত আলোচনায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় সরকারী কর্মচারীদের ২টি বৃহৎ শাখা হলো (ক) অসামরিক শাখা (খ) সামরিক শাখা ।

আলোচ্য গবেষণায় সিভিল কর্মচারী বলতে অসামরিক সরকারী কর্মচারীদের অন্তর্ভুক্ত 'শৃংখলা বাহিনী' (পুলিশ ও অন্যান্য বাহিনী) অংশ বাদে অন্যান্য সরকারী কর্মচারীদের সকল ধাপে নিয়োজিত কর্মচারীদেরকে বুঝানো হয়েছে । সাধারণভাবে এই প্রতিবেদনে বিভিন্ন আলোচনায় "সরকারী কর্মচারী" শব্দ গুচ্ছকে 'সিভিল কর্মচারী'র প্রতিশব্দরূপে ব্যবহার করা হয়েছে ।

---

৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, একাদশ ভাগ, ধারা-১৫২

৫. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, ধারা-২১ ।

২.২ গণসংযোগ

২.২.১ গণসংযোগ : জনগণের সাথে সংযোগ

জনগণের প্রতি ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের এবং প্রতিষ্ঠানের প্রতি জনগণের উভয়েরই পরস্পরের প্রতি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য আছে । এই কর্তব্য পালনে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা, পরস্পরের প্রয়োজনীয় তথ্য পরস্পরকে অবহিত করা এবং সচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়াকে বলা যেতে পারে গণসংযোগ । গণসংযোগ বলতে সঠিক উপায়ে কাজ করা এবং সময় মতো প্রয়োজনীয় তথ্য জনগণকে অবহিত করা বুঝায় ।[6] বিষয়টি সর্বজনীন এবং সর্বজনীনতার কারণে প্রতিটি সামাজিক সদস্যের জন্য অপরিহার্য । শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বুঝা যায় জনগণ বা 'গণ' এর সাথে সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনই গণসংযোগ । সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানেরই তাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য সাধনের স্বার্থে প্রয়োজন পড়ে জনগণের সাথে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা-এর বিপরীত প্রক্রিয়াটিও সমান গুরুত্বপূর্ণ । সংগঠন, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান নিজের কর্মকান্ডের বিস্তারিত জনসাধারণের মধ্যে তুলে ধরে, নিজেদের কর্মকান্ডের দ্বারা জনসাধারণকে প্রভাবিত করে এবং সুষ্ঠু প্রভাবের মাধ্যমে নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতি জনগণের আস্থা অর্জন এবং স্বীকৃতি আদায় করে । British institute of public relations-এর নির্ধারিত সংজ্ঞা মতে-"Public Relation is the deliberate, planned and sustained effort to establish and maintain mutual understanding between an organization and its publics"[7]প্রতিষ্ঠানের জন্য 'জনগণ' হচ্ছে অবধারিত এবং অবিচ্ছেদ্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান । গণ সংযোগের ক্ষেত্রে 'জনগণ' বলতে কোন ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত এবং এর কাজে প্রভাব ফেলতে সক্ষম এমন প্রতিষ্ঠান এবং জনসমষ্টিকে বুঝায় । প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি অনুযায়ী তার জনগণের পরিধি এবং প্রকৃতিরও তারতম্য ঘটে ।

---

৬. A.S. Chauhan, MA, Public relations, Varma Brothers, New Delhi-110001, Third edition, January, 1978, P.11

৭. Cutlip and Center, Effective Public relations, Fourth edition, 1971, Pruntice Hall, Inc., Engle wood Cliffs, New Jersey, P.6.

২.২.২ গণসংযোগের পরিধি

যে কোন দেশে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রযাত্রা ও স্থিতিশীলতার জন্য কার্যকর গণসংযোগ একটি অপরিহার্য করণীয় । সমাজ ব্যবস্থা যতই অগ্রসর হচ্ছে এ বিষয়টি ততোতধিক ব্যাপকতা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করছে । আজকের বিশ্বের জনপ্রিয় মর্মকথা হচ্ছে Information is power । নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে অর্জিত ব্যাপক অগ্রগতির ফলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গ্রুপ, জনগণ এবং নির্দিষ্ট বিষয়সমূহে অর্জিত ব্যাপক অগ্রগতির ফলে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি, গ্রুপ, জনগণ এবং দেশের হাতে পর্বত প্রমাণ তথ্য জমা হয়ে যাচ্ছে । বিশ্বের সকল দেশ, সমাজ, সংগঠন, এমনকি ব্যক্তি পর্যন্ত পরস্পর নির্ভরশীল । আজকের যুগে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে বসে থাকলেই চলেনা - এই তথ্য ছড়িয়ে দিতে হয় - প্রয়োজনীয় তথ্য আহরণ করতে হয় । তথ্য প্রবাহ এখন এ বিশ্বের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী স্রোতধারা । বিশ্ব শান্তি, প্রগতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, উন্নয়ন প্রশাসন থেকে শুরু করে বিশ্বের স্বল্পোন্নত দেশের কৃষি, বাজার ব্যবস্থাপনা, গৃহায়ন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দুয়ার পর্যন্ত - সর্বত্র তথ্যের গতি অপ্রতিহত । তথ্য প্রবাহের এই বিশাল সমারোহে গণসংযোগ হচ্ছে মৌলিক চালক । কৈএক পর্যায়ে গণসংযোগই তথ্য প্রবাহের অন্যতম কার্যকর বাহন । পরস্পরের মধ্যে গণসংযোগের মাধ্যমেই সামাজিক গতিশীলতার সৃষ্টি হয় । এই গতিশীলতা ছোট খাট উন্নয়ন, সংস্কার, সরকার অথবা প্রতিষ্ঠানের সাথে সহযোগিতা, যোগাযোগ ইত্যাদি থেকে শুরু করে আবিষ্কার, এমনকি আন্দোলন, সংগ্রাম, চূড়ান্তভাবে সমাজিক বিপ্লবের মাধ্যমেও প্রকাশিত হতে পারে ।

২.২.৩ যোগাযোগ প্রক্রিয়া ও গণসংযোগ

গণসংযোগ যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সমন্বিত পদ্ধতি । যোগাযোগ শব্দটি ইংরেজী Communication শব্দের বাংলা প্রতিরূপ । মূল শব্দটির উদ্ভব হয়েছে ল্যাটিন শব্দ COMMUNIS থেকে, যার অর্থ সাম্য, সমান অথবা সাধারণ (Common) । যোগাযোগের আসল উদ্দেশ্য মানুষে মানুষে যোগাযোগ যা সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে । অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে আমরা যখন যোগাযোগ স্থাপন করি তখন পারস্পরিক সাম্য এবং সাধারণত্বের বোধটি জাগ্রত থাকা চাই । একজন পদার্থবিজ্ঞানী তার আবিষ্কৃত তত্ত্ব

সম্পর্কে সাধারণ ছাত্রদের সাথে আলোচনার সময় এমন ভাষায় কথা বলেন যাতে সবাই তার কথার মর্মবাণী অন্যেরা উপলব্ধি করতে পারে - অন্যথায় তার বক্তৃতার উদ্দেশ্যই মাটি হবে। যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার সারকথা হলো যোগাযোগকারীদের মধ্যে সাম্য (Commonness) প্রতিষ্ঠা। একে সমানুভূতি (Empathy) বলে অভিহিত করা যেতে পারে। সমান+অনুভূতি=সমানুভূতি, অর্থাৎ যোগাযোগ স্থাপনকারী সব পক্ষকেই যথাসম্ভব পরস্পরের অনুভূতির কাছাকাছি আসতে হবে। তবেই যোগাযোগ সার্থকতার দিকে অগ্রসর হতে পারে।

যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা পরস্পর তথ্য, চিন্তাভাবনা, এবং মনোভাব বিনিময় করে থাকি। কথা বলে, আকারে ইংগিতে, ছাপার অক্ষরে, প্রতীক ব্যবহার করে সাধারণত এটা আমার প্রতিষ্ঠিত করতে পারি। তবে কোন পন্থায় কীভাবে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত করা হবে সেটি যোগাযোগকারীদের ইচ্ছা, সামর্থ এবং পরিবেশের ওপর নির্ভর করে। আধুনিককালে যোগাযোগ স্থাপনের সুবিদিত পদ্ধতিগুলো হচ্ছে - ছাপার অক্ষর (সংবাদ পত্র, বই-পুস্তক, জার্ণাল, চিঠিপত্র ইত্যাদি) ; ভাষণ (সভা-সমাবেশ, বৈঠক, রেডিও, গ্রামোফোন ইত্যাদি যন্ত্রপাতির সহায়তায়) ; প্রতীকের ব্যবহার (টেলিভিশন, স্লাইড, চলচ্চিত্র, চিত্রশিল্প, ভাস্কর্য ইত্যাদি), অংগভংগি (ভ্রমণ, ক্ষেত্র পরিদর্শন, মুকতমনচ্চ, দৈনন্দিন কাজকর্ম, বিভিন্ন লোকজ মাধ্যম যেমন যাত্রা, সাপ খেলা, পুতুল নাচ, মেলা, লোকনৃত্য ইত্যাদি) প্রভৃতি।

২.২.৪ কার্যকর যোগাযোগ (Effective Communication)

যোগাযোগ কর্মীর সাধনা হচ্ছে যোগাযোগের ক্ষেত্রে তার নির্ধারিত লক্ষ্যসমূহ অর্জন করা। নানা কারণে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে। যোগাযোগ কর্মীর যোগাযোগ দক্ষতা, বাস্তব দৃষ্টিভংগি, জ্ঞানের স্তর (Knowledge level), সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে অবহিতি, সাংস্কৃতিক চেতনাবোধ ইত্যাদি যোগাযোগ কার্যকর করার ক্ষেত্রে অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কোন বিষয়ে টার্গেট গ্রুপের সাথে যোগাযোগ করলেই তা কার্যকর হয়না। যোগাযোগের মৌল বিষয়ে জনসাধারণের মনে আস্থার বোধ সৃষ্টি এবং এর মাধ্যমে উদ্দিষ্ট কর্মকান্ডে তাদের স্বতস্ফূর্ত: অংশগ্রহণ করার অবস্থা সৃষ্টিই হচ্ছে কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা।

সাধারণত: রাজনৈতিক কর্মী, পরিবার পরিকল্পনা ভিজিটর, শিক্ষিত মহিলা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গ্রাম্য চিকিৎসক, ছাত্র, দোকানদার ইত্যাদি বিভিন্ন পেশার জনগণ যারা সাধারণ মানুষের মধ্যে বসবাস করে ও কোন সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় মতামত সংগঠনের ভূমিকা পালন করে এ সকল 'মত মোড়লে'রা (opinion leader) আন্তর্ব্যক্তিক পর্যায়ে যোগাযোগ গড়ে তোলে। যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় এই মত মোড়লের ভূমিকা অপরিসীম। যোগাযোগ কার্যকর করার দক্ষতার ওপর কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার সফলতা-বিফলতা নির্ভর করে। আর যোগাযোগের দক্ষতা শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত হয় না, প্রয়োজন হয় মানুষের প্রতি সহানুভূতি ও সহমর্মিতার।

২.২.৫ উন্নয়ন যোগাযোগ ও গণসংযোগ

দেশের সার্বিক এবং সমন্বিত উন্নয়ন গতিধারা বিকাশের স্বার্থে সরকার, জনগণ, উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে পরস্পরের মধ্যে বহুমুখী যোগাযোগ স্থাপনের জন্য কার্যকর গণসংযোগ গড়ে তোলার ভূমিকা অপরিহার্য। অন্যথায় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে না। উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ বলতে :-

ক) সরকারী উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জনগণের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণ করা এবং এর সফলতা-বিফলতাকে নিজের সফলতা-বিফলতা হিসেবে বিবেচনা করা,

খ) উন্নয়ননের সুফল সর্বত্র সবার মধ্যে সামাজিক সাম্যের ভিত্তিতে বন্টন,

গ) জনগণ কর্তৃক জনগণের নিজ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং

ঘ) জনগণই জনগণের ক্ষমতার নিয়ন্তা হয়ে উঠা,

বুঝায়। উন্নয়নে জনগণের অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ার উপাদানসমূহ : P= (BXPr) - C এই সমীকরণ দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এখানে P=Participation, B=Benefits or hope of the public to gain, Pr=Probability, C=Costs of working. অর্থাৎ উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের সত্যিকার-স্বার্থ নিহিত থাকলেই সেই প্রক্রিয়ায় জনগণ অংশগ্রহণ করবে অন্যথায় নয়।

উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় জনগণের অংশগ্রহণ কখনোই সফল হবেনা যদি না জনগণের আস্থা অর্জনকারী সরকার প্রতিষ্ঠা হয় ; যদি না প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা সৃষ্টি হয় । এটা সম্ভব বস্তুনিষ্ঠ ও সাবলীল তথ্যের বিনিময় প্রক্রিয়া বা সুষ্ঠু তথ্য প্রবাহ সৃষ্টির মাধ্যমে, সঠিক প্রক্রিয়ায় গণসংযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে । সাম্প্রতিককালে এ বিষয়টির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও যোগাযোগ বিজ্ঞানীরা সচেতন হয়েছেন এবং 'উন্নয়ন যোগাযোগ' (Development communication) নামে বিধিবদ্ধ বিষয়ের কাঠামো গড়ে তুলছেন । সামাজিক ক্রমবিকাশের ধারা পর্যালোচনা, সামাজিক চাহিদা ও সমস্যা চিহ্নিত করা ; সেগুলো দূরীকরণের জন্য করণীয় যোগাযোগ পদ্ধতি, সামাজিক যোগাযোগের কলা-কৌশল এবং এ সমস্ত কর্মকান্ডের মূল্যায়ন ও গবেষণা এ নতুন বিষয়টিতে বিধিবদ্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে ।

প্রকৃতপক্ষে কার্যকর যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য গণসংযোগের উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ সামাজিক বাস্তবতার প্রেক্ষিত স্মরণ রেখে জনগণের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালনা, এ জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান ও প্রতিন্যাস (Skill, knowledge & Attitude) অর্জন করা । এ জন্য প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকেই আন্তরিকভাবে গণসংযোগকর্মী হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে । তবে তা করতে হবে পরিমিতি বোধের সাথে, কখনই নিজের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এড়িয়ে বা অতিক্রম করে নয় । এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গণসংযোগ কর্মীর লক্ষ্য হওয়া উচিৎ :-

ক) তথ্য সঞ্চালন, শিক্ষা সম্প্রসারণ এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত ধারণা গঠন, সামাজিক প্রয়োজন এবং বিনোদনের জন্য উদ্ভাবিত ও ব্যবহৃত সকল মাধ্যমের আংগিক ও কলা-কৌশলের সাথে ঘনিষ্ট পরিচিতি অর্জন করা এবং তাদের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়া ;

খ) আন্তর্ব্যক্তিক (Interpersonal) ভাব ও তথ্য বিনিময় এবং দাপ্তরিক প্রশাসনের জন্য প্রয়োজনীয় বাচনিক ও লৈখিক প্রকাশ ক্ষমতার চর্চা ও প্রসার ঘটানোর চেষ্টায় নিয়োজিত থাকা ;

গ) বিভিন্ন কর্মোদ্যোগের উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে তাদের ক্ষমতা ও সম্ভাবনার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চিহ্নিত করা এবং তদুপযোগী যোগাযোগ নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত থাকা ;

ঘ) বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে সুষ্ঠু ধারণা গড়ে তোলা, সাধারণের জন্য বাণী (Message) প্রস্তুত এবং দাপ্তরিক ব্যবস্থাপনার জন্য নির্দেশিকা ও ব্যবহার বিধি প্রণয়নের সামর্থের চর্চা ও উন্নয়ন ঘটানো ;

ঙ) গণসংযোগের বিশেষীকৃত ক্ষেত্র সম্পর্কে (যেমন, সমন্বিত প্রচার অভিযান ইত্যাদি) মৌল জ্ঞান অর্জন ও দক্ষতা উন্নয়নে সচেষ্ট থাকা ;

চ) সর্বোপরি জনগণের সমস্যা, চাহিদা ও মনোভাব সঠিকভাবে চিহ্নিত করার ক্ষমতা অর্জন এবং বাস্তবতার নিরীখে সমন্বিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠায় আন্তরিক, উদ্যোগী ও পরিশ্রমী হওয়া ।

২.২.৬ গণসংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি

মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টা, কর্মোদ্যোগ ও আন্তরিকতার মাধ্যমে আস্থা অর্জন, প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচার, চলচ্চিত্র, নাটক ও নাট্যমঞ্চ, সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াসমূহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, জনসভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দেয়াল লিখন, প্রচার পুস্তিকা, প্রচারাভিযান, বিভিন্ন লোকজ মাধ্যম প্রভৃতির মাধ্যমে গণসংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালানো হয় । এ সমস্ত বিষয়ে মতামত সৃষ্টির জন্য মত মোড়লদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । এগুলো ছাড়াও যোগাযোগের আরও কয়েকটি পরিচিত পদ্ধতি আছে । যোগাযোগের কিছু পদ্ধতি, যেমন Propaganda, Publicity ইত্যাদিতে বাগাড়ম্বর এবং প্রচার সর্বস্বতা লক্ষ্য করা যায় । ইদানীং কালে গণসংযোগ করার নামে অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে বাগাড়ম্বরের মহড়া দেখা যায় । অনেক সময় এটা করা হয় অজ্ঞতা বশত:, কিন্তু প্রায় সর্বক্ষেত্রে ঢোল পেটানোই এ পন্ড শ্রমের লক্ষ্য; তা জনগণের স্বার্থ বিরোধীও বটে । চমক সৃষ্টি, কায়েমী স্বার্থ উদ্ধার এবং কায়েমী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য গণবিরোধী সরকারের আশ্রয় লালিত বিভিন্ন সংস্থা, প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি, গোষ্ঠী এমনকি রাজনৈতিক নেতা ও দলও অনেক ক্ষেত্রে এই অপকৌশলের আশ্রয় নিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে । অবশ্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডার ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্ব থাকে । ক্ষেত্র বিশেষে তা নিছক নির্দোষ ; কোন কোন ক্ষেত্রে মহৎ উদ্দেশ্যেও তা পরিচালিত হতে পারে ।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচারণার মাধ্যমে এবং অন্যান্য ক্রিয়া কৌশল অবলম্বন করে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালানোর পদ্ধতি যোগাযোগ বিশেব খুব জনপ্রিয় । সাধারণত: কোন প্রতিষ্ঠান, সরকার, ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠী, সমাজের কোন বিশেষ সমস্যার (সাধারণত: যা সমাজকে পীড়িত করে) প্রতিকারের জন্য এক বা একাধিক যোগাযোগ পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালানোর কৌশল অবলম্বন করে থাকে । এ ধরনের যোগাযোগ প্রচারণা (Communication Campaign)-র উদ্যোগ সাধারণত: কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গ্রহণ করা হয়ে থাকে ।

২.২.৭ সিভিল কর্মচারী ও গণসংযোগ

রাষ্ট্রের নির্ধারিত নীতি বাস্তবায়নে প্রশাসনিক দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিদের রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা । দৈনিক পর্যায়ে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, আইন শৃংখলা বাস্তবায়ন, উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকী ও বাস্তবায়নে উৎসাহ যোগানো, নির্বাচন পরিচালনা, সরকারের নীতি ও পরিকল্পনা জনসাধারণকে অবহিতকরণ, দুর্ভিক্ষ ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ হাজারো সমস্যা সমাধানের জন্য এসব ব্যক্তিদেরকে জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করে চলতে হয় । আবার ঘটনার সাম্প্রতিক পরিবর্তন অবহিতকরণ এর প্রেক্ষিতে করণীয় ও নতুন নির্দেশ গ্রহণের জন্য এদেরকে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন ধাপ ও সরকারের নীতি নির্ধারণী মহলের সাথে সংযোগ রক্ষা করতে হয় । এটি তারা করেন স্বাভাবিক দায়িত্বের অংশ হিসেবে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাধ্য হয়ে । কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কী করতে হবে, কোন বিশেষ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সরকারী বিধি নিষেধ ইত্যাদি সম্পর্কিত প্রচারণাও সংযোগ তালিকার অন্তর্ভুক্ত । সাধারণত: নিরক্ষর জনগণ মিশ্রিত অনুভূতির সাথে এ সমস্ত সংযোগ ও প্রচারণা লক্ষ্য করে । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা থাকে শংকিত অথবা নির্লিপ্ত । জনগণের সাথে এই সংযোগ প্রক্রিয়া নিছক প্রচারণা হয়েই থাকে, গণসংযোগের রূপ পেতে পারে না ।

অপরপক্ষে প্রশাসনের নিম্নধাপে যারা কর্মরত তারা যখন আমলতান্ত্রিক উচ্চতর স্তরের সাথে সংযোগ রক্ষা করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা নিজেরাই থাকেন সন্ত্রস্ত - কখনো উর্ধ্বতনের দুর্ব্যবহারের ভয়ে, কখনো নিজের ভবিষ্যৎ সুখ সমৃদ্ধির কথা ভেবে ।

সংযোগ যখন হয় ক্ষমতাধর ব্যক্তির সাথে তখনও তারা সন্ত্রস্ত থাকেন । ফলে জনগণের সমস্যা, মনোভাব, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ইত্যাদি বিষয়াবলী প্রায়ই সংযোগের ফাঁক দিয়ে নীচে পড়ে যায় । অধিকাংশ ব্যক্তিই প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করতে বর্তমান সামাজিক বাস্তবতায় পালন করেন নিয়াজেঁা রক্ষার আংশিক দায়িত্ব, গণসংযোগ কর্মীর নয় ।

আমাদের দেশে প্রশাসনিক দায়িত্বে সাম্প্রতিকালে প্রচুর তরুণ মুখের আবির্ভাব ঘটেছে । বর্তমান প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং সংকটের জের এই অংশের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করেছে । প্রশাসনের সম্ভাবনাময় এই অংশটি প্রশাসনে আধুনিক ধ্যান ধারণার বাহক । স্বাভাবিক কারণেই ঔপনিবেশিক কাল থেকে গড়ে ওঠা প্রচলিত প্রশাসনিক রীতি ও পদ্ধতি থেকে এদের মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন পৃথক হতে পারে । প্রশাসনিক কর্মীদের ক্ষেত্রে যোগাযোগের এই সমস্যাটিকে আমরা কাঠামো ও মনোভাবগত অসংগতি (Structural and attitudinal inconsistency) বলে চিহ্নিত করতে পারি । গণসংযোগ প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্হ করছে সেসব সমস্যাগুলো সংক্ষেপে এখানে উল্লেখিত হলো :-

(১) সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে 'জনগণের জন্য প্রশাসন' এই মনোভাবের অনুপস্হিতি
(২) উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অনুপস্হিতি
(৩) আমলাতান্ত্রিক স্তর বিন্যাস (বিভিন্ন স্তর, বিভাগ ও বিভিন্ন ক্যাডারের মধ্যে সমন্বয়ের সমস্যা ইত্যাদি)
(৪) বিভিন্ন সামাজিক পটভূমি থেকে আগত কর্মকর্তাদের গণসংযোগের বিধিবদ্ধ পদ্ধতি ও গুরুত্ব সম্পর্কে সম্ভাব্য অনবহিতি
(৫) অধিকতর সুবিধা ভোগের প্রবণতা, গণবিচ্ছিন্নতা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি, দুর্নীতি পরায়ণতা ইত্যাদি সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা
(৬) অসুস্হ্য সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ
(৭) গণসংযোগ কর্মীর জন্য সম্মানজনক মনোভাবের অনুপস্হিতি
(৮) তথ্য চেপে রাখার প্রবণতা
(৯) আধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব
(১০) ভাষাগত ও কৌশলগত অদক্ষতা
(১১) অবৈজ্ঞানিক মনোভাব, কুসংস্কার, ধর্মীয় উন্মাদনা, ইত্যাদি

বর্তমান সামাজিক পরিস্হিতিতে গণসংযোগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে । প্রশাসনকে সাবলীল করে তুলতে হলে বিদ্যমান সমস্যা চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় গবেষণা হওয়া প্রয়োজন । গবেষক ও একাডেমিসিয়ানদের এবিষয়ে এগিয়ে আসা দরকার ।

ধামরাই থানার সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ ঘটনা সমীক্ষা

৩.০ গবেষণার যৌক্তিকতা

৩.১ রাষ্ট্রের সংবিধানে বর্ণিত নীতি অনুসারে সিভিল কর্মচারীরা প্রজাতন্ত্রের কর্মে বেতনাদিযুক্ত পদে নিয়োজিত হন এবং জনসাধারণকে সর্বোত্তম সেবা প্রদান করা তাদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য । প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগে আমলাতন্ত্রের বিভিন্ন শাখা প্রশাখা বা বিভাগ কাজের ধরন অনুসারে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্ব ও নিম্নধাপ, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন শক্তি, প্রভৃতির সাথে সংযোগ রক্ষা করে কার্যনির্বাহ করে । অপর পক্ষে সামাজিক, রাজনৈতিক, ব্যবসায়ী, উৎপাদকসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমাজের নানা স্তরের সাধারণ জনগণও তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিভিল কর্মচারীদের সাথে প্রতিনিয়ত সংযোগ রক্ষা করে । লোক প্রশাসন অধ্যয়ন এবং প্রশিক্ষণে সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের বিকাশ ইত্যাদি বিষয়ে শ্রেণীকক্ষ অধিবেশন ও আলোচনারও আয়োজন হয় বিভিন্ন ফোরামে । কিন্তু সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের ক্ষেত্রে কি ধরনের সমস্যা বিদ্যমান, দেশে এবিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা পরিচালিত হয়নি ।

৩.২ উল্লিখিত বিবেচনা সমূহের আলোকে জনগণের সাথে সিভিল কর্মচারীদের যোগাযোগ বা গণসংযোগের প্রাথমিক স্বরূপ পর্যবেক্ষণের জন্য এই গবেষণা পরিচালনা করা হয় ।

৩.৩ এই গবেষণা সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের প্রকৃতি, প্রবণতা ও এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ধারণা লাভে সহায়ক হবে ।

৩.৪ এই গবেষণা সিভিল কর্মচারীদের জন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার উপযোগী গণসংযোগ নীতি প্রণয়নে করণীয় সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা লাভে সহায়ক হতে পারে ।

৩.৫ এই গবেষণা সিভিল কর্মচারী ও জনগণের সম্পর্ক উন্নয়নে পরিচালিত বৃহত্তর কোন গবেষণা অথবা কর্মসূচী গ্রহণের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে ।

৩.৬ এই গবেষণা অন্য গবেষকদের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক গবেষণা, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অথবা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে পারে ।

৪.০ গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য :-

ক. জনগণ ও গণপ্রতিনিধিদের সাথে সিভিল কর্মচারীদের সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ,

খ. গণসংযোগ ও গণমাধ্যম সম্পর্কে সিভিল কর্মচারিদের ধারণা যাচাই

গ. সিভিল কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক সমবন্ধে ধারণা লাভ

ঘ. অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে গৃহীতব্য পদক্ষেপ সম্পর্কে সুপারিশ প্রণয়ন ।

৫.০ গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি

৫.১ উপাত্ত সংগ্রহের উৎস :

(ক) প্রাথমিক উৎস : সমীক্ষাটিতে প্রধানত প্রাথমিক উৎসের তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে । এজন্য ধামরাই থানায় কর্মরত ১০ জন কর্মকর্তা, থানা সদর ও থানার বিভিন্ন ইউনিয়নে ক্ষেত্র পর্যায়ে কর্মরত ২০ জন কর্মচারী, ১০ জন গণপ্রতিনিধি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ, পেশাজীবি ও সাধারণ জনগণসহ থানার বিভিন্ন এলাকার ৬০ জনসহ সর্বমোট ১০০ জনের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে । উত্তরদাতাদের বিভিন্ন স্তর থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নমুনা নির্বাচন করা হয় । এছাড়া থানার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মপরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা, পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ ও বিদ্যমান সমস্যা অনুধাবনের চেষ্টা করা হয়েছে ।

(খ) মাধ্যমিক উৎস : এই গবেষণায় নিম্নোক্ত মাধ্যমিক উৎস হতে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে :-

১. বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের এতদসংক্রান্ত গবেষণা, কর্মশালা প্রতিবেদন
২. আমলাতন্ত্র ও যোগাযোগ সম্পর্কিত গ্রন্থ, জার্নাল ও পত্রপত্রিকা
৩. বিভিন্ন দপ্তরের নথি ও তথ্য ।

৫.২ গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ :

সর্বমোট ১০০ জন উত্তর দাতার জন্য গাইডলাইনসহ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয় ।

প্রাপ্ত উপাত্ত শ্রেণীবদ্ধকরণ, সারণীকরণ ও বিশ্লেষণে সরল পরিসংখ্যান পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় এবং উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণান্তে সুপারিশমালাসহ প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয় ।

৫.৩ গবেষণার পরিধি :

এই গবেষণায় সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ, এবিষয়ে তাদের মতামত গ্রহণ ও গণপ্রতিনিধিদের প্রতিক্রিয়া যাচাই এবং জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের মতামত ও ধারণা পর্যালোচনা করা হয়েছে। গবেষণাটিতে সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ এবং এতদসংশ্লিষ্ট বিষয়াবলীকেই মূল বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৪ প্রতিবেদন কাঠামো :

এই গবেষণা প্রতিবেদনের **প্রথম অধ্যায়ে** গবেষণার পটভূমি ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে জনসাধারণের সাথে সিভিল কর্মচারীদের যোগাযোগের গুরুত্ব এবং এর ঐতিহাসিক ও বর্তমান প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করা হয়েছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়ে** গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিবেদনের **তৃতীয় অধ্যায়ে** গবেষণার তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। **প্রথমত:** সংবিধানের আলোকে সিভিল কর্মচারী এবং তাদের দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা ; **দ্বিতীয়ত:** গণসংযোগ, গণসংযোগের পরিধি, যোগাযোগ, কার্যকর যোগাযোগ, যোগাযোগ ও উন্নয়নের সম্পর্ক, গণসংযোগের বিভিন্ন পদ্ধতি এবং **তৃতীয়ত:** সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের গুরুত্ব সম্পর্কে এই অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে গবেষণার উদ্দেশ্য এবং **পঞ্চম অধ্যায়ে** গবেষণায় অনুসৃত পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে উপাত্ত সংগ্রহের উৎস, গবেষণা বাস্তবায়ন পদ্ধতি, তথ্য বিশ্লেষণ, গবেষণার পরিধি এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা রয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে গবেষণার সীমাবদ্ধতা এবং **সপ্তম অধ্যায়ে** নমুনা এলাকা এবং উত্তরদাতাদের জনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হাজির করা হয়েছে। ধামরাই থানার পরিচিতি এবং উত্তরদাতাদের ব্যক্তিগত তথ্য এই অধ্যায়ে উপস্থাপিত হয়েছে। প্রতিবেদনের **অষ্টম অধ্যায়ে** প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ, এবং **নবম অধ্যায়ে** গবেষণায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল (major findings) সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

দশম অধ্যায়ে সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয়েছে, এই অধ্যায়ে সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগের মানোন্নয়ন, এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের উপায়, দুর্নীতি ও গণবিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ, গণমাধ্যমের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি এবং প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করার জন্য প্রণীত সুপারিশমালা উপস্থাপিত হয়েছে । একাদশ অধ্যায়ে উপসংহার,**দ্বাদশ অধ্যায়ে** গ্রন্থপঞ্জি এবং **পরিশিষ্টে** ধামরাই থানার মানচিত্র ও প্রশ্নপত্র সমূহ সংযোজন করা হয়েছে ।

৬.০ সীমাবদধতা

৬.১ গবেষণাটি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরের মাত্র ৪০ কিলোমিটার দূরে ধামরাই থানায় পরিচালিত হয়েছে । এই থানার আর্থ সামাজিক অবস্থা দেশের অন্যান্য থানার সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মত হলেও - এই থানাকে বাংলাদেশের সকল থানার একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা, এই গবেষণার প্রধান সীমাবদধতা । কমপক্ষে বাংলাদেশের প্রতিটি বিভাগের ২টি করে থানা, অর্থাৎ বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে অন্তত: ১২টি থানাকে এই গবেষণার নমুনা এলাকার অন্তর্ভূক্ত করা উচিৎ ছিল ।

৬.২ কিন্তু গবেষণাটির ব্যয় বরাদ্দ এতই অপ্রতুল ছিল যে, ধামরাইয়ের মতো ১টি মাত্র থানা নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিলনা । একই কারণে, এই গবেষণার জন্য ব্যাপক সংখ্যক উত্তরদাতার কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি এবং প্রাপ্ত সকল ফলাফল পুরোপুরি যাচাই করা সম্ভব হয়নি ।

৬.৩ নমুনা এলাকাটি রাজধানী ঢাকা শহরের কাছাকাছি হওয়ায় তা সিভিল কর্মচারীদের আচরণ ও গণসংযোগ কার্যক্রমে ভিন্ন ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে যা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি থানায় কর্মরত কর্মচারীদের আচরণের সাথে এক রকম নাও হতে পারে ।

৬.৪ রাজধানী ঢাকার কাছাকাছি হওয়ায় এই এলাকার জনসাধারণের জীবনাচার, চেতনার স্তর, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড দেশের অন্যান্য দূরবর্তী ও প্রত্যন্ত এলাকার অধিবাসীদের জীবনাচার থেকে পৃথক হতে পারে, ফলে এই থানার কর্মচারীদের গণসংযোগের ওপর তা ভিন্ন ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করতে পারে ।

৬.৫ এই গবেষণা পরিচালনার বিভিন্ন সময়ে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি সরকারী কর্মচারীদের এবং জনসাধারণের স্বাভাবিক আচরণকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে।

৭.০ নমুনা এলাকা ও জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.১ নমুনা এলাকা বাছাইয়ের যৌক্তিকতা

ঘটনা সমীক্ষাটি পরিচালনার জন্য ঢাকা জেলার ধামরাই থানাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে নির্বাচন করা হয় । যে সকল কারণে ধামরাই থানাকে নমুনা এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ :

প্রথমত: ধামরাই থানা ঢাকা সদর থেকে প্রায় ৪০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের অনেক সাধারণ থানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাথে এই থানার আর্থ-সামাজিক অবস্থার মিল আছে । উল্লেখ্য এই থানার সদরের সাথে ইউনিয়ন গুলোর যোগাযোগ ব্যবস্থা তেমন ভাল নয় । নিরক্ষরের হার শতকরা ৭০.৫ ভাগ । থানায় ইউনিয়নের সংখ্যা ১৬টি । মোট জনসংখ্যা ৩,১২,৭৭৭ জন । নারী শিক্ষার হার অত্যন্ত কম । অধিবাসীদের অধিকাংশই কৃষিজীবি । থানাটি বাংলাদেশের অধিকাংশ থানার মত আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসরতার সমস্যায় ভুগছে ।

দ্বিতীয়ত: এই গবেষণা পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ অতি মাত্রায় সীমিত, ফলে দূরবর্তী স্থানে এক বা একাধিক নমুনা এলাকা নির্বাচন করলে ব্যয় সংকুলান সম্ভব হতোনা । পক্ষান্তরে, ধামরাই থানাটি বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নিকটবর্তী স্থানে অবস্থিত ।

তৃতীয়ত: থানাটি কেন্দ্রের নিকটবর্তী হওয়ায়, পরবর্তীতে সিভিল কর্মচারীদের যোগাযোগ দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রাপ্ত সুপারিশমালা নিরীক্ষার ল্যাবরেটরী হিসেবে এই থানাটিকে ব্যবহারের জন্য সুবিধাজনক হবে বলে বিবেচিত হয় ।

slide-1

ধামরাই থানার আর্থ-সামাজিক ও ভৌগলিক অবস্থান[১]

আয়তন	: ১১১৭ বর্গমাইল
মোট জনসংখ্যা	: ৩,১২,৭৭৭ জন (ক) পুরুষ ১,৫৭,৫৫৩ জন (খ) মহিলা ১,৫৫,২২৪ জন
লোক সংখ্যার ঘনত্ব	: প্রতি বর্গমাইলে ২২৭০ জন
শিক্ষার হার	: ২৯.৫%
ইউনিয়নের সংখ্যা	: ১৬ টি
মৌজার সংখ্যা	: ৩০৫ টি
গ্রামের সংখ্যা	: ৪১৯ টি
মোট জমির পরিমাণ	: ৭৫,৯৬৩ একর (ক) আবাদী ৩৪,৫৮৫ একর (খ) অনাবাদী ৪১,৩৭৮ একর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	: (ক) কলেজ - ৩টি (খ) উচ্চবিদ্যালয় - ১৮টি (গ) জুনিয়র স্কুল - ৪টি (ঘ) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় - ১৪০ টি (ঙ) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় - ১৫ টি (চ) সিনিয়র মাদ্রাসা - ৯৬ টি

সারণী-১ : ধামরাই থানায় ১৯৯৫ সালে গণশিক্ষা কার্যক্রমের অগ্রগতি

স	স্কুলে গমন উপযোগী শিশুর সংখ্যা	১৯৯৫ সালে স্কুলে ভর্তি কৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	শতকরা হার
১০ বৎসর	৫৩,৪০[illegible] জন	[illegible],৩৩১ জন	[illegible]
১৪ বৎসর	৯৩,২৪১ জন	৭১,৪৮৪ জন	৭৬.৬৭
টি	১,৪৬,৬৪২ জন	১,১৮,৮১৫ জন	৮১.০২

স্তা	: কাঁচা ১৩০ কিলোমিটার পাকা ২৩ কিলোমিটার অর্ধপাকা ১১ কিলোমিটার
ানা	: পূর্বে সাভার থানা, দক্ষিণে মানিকগঞ্জের জেলার সিংগাইর ও সাটুরিয়া থানার কিছু অংশ, পশ্চিমে সাটুরিয়া থানা, উত্তরে টাংগাইল জেলা এবং ঢাকা জেলার কালিয়াকৈর থানার অংশ বিশেষ ।

সূত্র : থানা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয় ।

৭.২ উত্তর দাতাদের জনতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য

৭.২.১ উত্তর দাতাদের সম্পর্কে সাধারণ তথ্য

ধামরাই থানায় কর্মরত সরকারী কর্মচারী, গণপ্রতিনিধি এবং সাধারণ জনগণ এই ৩টি স্তর মিলিয়ে সর্বমোট ১০০ জন উত্তর দাতার কাছ থেকে নির্ধারিত প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ করা হয় । উত্তর দাতাদের শতকরা ৩০ ভাগ সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তা, ১০ ভাগ গণপ্রতিনিধি এবং ৬০ ভাগ সাধারণ জনগণের বিভিন্ন শ্রেণী ও গোষ্ঠীর সদস্য । উত্তর দাতাদের মধ্যে ৮৬ জন (৮৬%) পুরুষ এবং ১৪জন (১৪%) মহিলা ।

৬০ জন সাধারণ জনগণের মধ্যে ১০ জন (১৬.৬৬%) কৃষিজীবী, ১২ জন (২০%) বেকার ও ছাত্র, ৩ জন (৫%) গৃহবধূ এবং ৩৫ জন (৫৮.৩৩%) অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পেশা ও শ্রেণীর মানুষ যার মধ্যে রয়েছে আইনজীবী, ডাক্তার, ব্যবসায়ী, কর্মকার, জেলে, ক্ষৌরিকার, কুমোর, রিকসাচালক, শিক্ষক, চর্মকার, গ্রাম্যডাক্তার, মোড়ল, ভ্যানচালক, কাঠমিস্ত্রী ও এনজিও কর্মী ।

৩০ জন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে ৫ বৎসর পর্যন্ত চাকুরীর অভিজ্ঞতা রয়েছে শতকরা ১০ ভাগের, ৫ থেকে ১০ বৎসর চাকরী করেছেন শতকরা ২৬.৬ ভাগ, ১০ থেকে ১৫ বৎসর চাকরী হয়েছে শতকরা ২০ ভাগের এবং ১৫ বৎসরের অধিক চাকরী করেছেন শতকরা ৪৩.৩ ভাগ ।

৭.২.২ উত্তর দাতাগণের ব্যক্তিগত তথ্য

উত্তর দাতাদের বয়স ভিত্তিক তথ্য সারণী-২-এ উপস্থাপিত হলো ।

সারণী-২ : উত্তর দাতার বয়স ভিত্তিক তথ্য

উত্তর দাতার বয়স (বৎসর)	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
১৫ - ৩০	৩৬	৩৬%
৩০ - ৪০	২৪	২৪%
৪০ - ৫০	২৩	২৩%
৫০ বৎসরের বেশী	১৭	১৭%
মোট	১০০	১০০%

৭.২.৩ শিক্ষাগত যোগ্যতা :

সামগ্রিকভাবে উত্তর দাতাদের শতকরা ৩ ভাগ স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী, স্নাতক ডিগ্রীর অধিকারী শতকরা ২১ ভাগ, উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শতকরা ১৯ ভাগ, শতকরা ১৭ ভাগ এসএসসি পাশ, নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত শতকরা ১৩ ভাগ, প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন শতকরা ১৩জন, শতকরা ৭ জন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং শতকরা ৭ জন নিরক্ষর ।

সারণী-৩ : উত্তর দাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

উত্তর দাতার শিক্ষাগত যোগ্যতার স্তর	উত্তরদাতার ধরন				
	কর্মকর্তা/ কর্মচারী	গণপ্রতিনিধি	সাধারণ জনগণ	মোট উত্তরদাতা	শতকরা হার
স্নাতকোত্তর	২ (৬.৬%)*	-	১ (১.৬৬)	৩	৩%
স্নাতক	১০ (৩৩.৩৩%)	২ (২০%)	৯ (১৫%)	২১	২১%
উচ্চমাধ্যমিক	৬ (২০%)	৩ (৩০%)	১০ (১৬.৬৬%)	১৯	১৯%
মাধ্যমিক	৩ (১০%)	৩ (৩০%)	১১ (১৮.৩৩%)	১৭	১৭%
নিম্নমাধ্যমিক	২ (৬.৬৬%)	২ (২০%)	৯ (১৫%)	১৩	১৩%
প্রাথমিক	১ (৩.৩%)	-	৯ (১৫%)	১৩	১৩%
কারিগরি	৬ (২০%)	-	১২ (২০.০%)	১৩	১৩%
নিরক্ষর	-	-	৭ (১১.৬৬%)	৭	৭%
মোট	৩০ (১০০%)	১০ (১০০%)	৬০ (১০০%)	১০০	১০০%

* বন্ধনীতে সংখ্যার মাধ্যমে শুধুমাত্র উত্তরদাতার স্তর ভিত্তিক শতকরা হার বুঝানো হয়েছে ।

লক্ষ্যণীয় ৩০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে ২জন (৬.৬%) স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর অধিকারী, ১০ জন (৩৩.৩৩%) স্নাতক, ৬জন (২০%) উচ্চমাধ্যমিক ৩ জন (১০%) মাধ্যমিক, ৩ জন (১০%) নিম্নমাধ্যমিক ও প্রাথমিক এবং ৬ জন (২০%) কারিগরি শিক্ষা প্রাপ্ত। পক্ষান্তরে ১০ জন গণপ্রতিনিধির মধ্যে ২০% স্নাতক, ৩০% উচ্চমাধ্যমিক, ৩০% মাধ্যমিক এবং ২০% নিম্নমাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত। উত্তর দাতা সাধারণ জনগণের মধ্যে নিম্নমাধ্যমিক স্তরের নীচে রয়েছেন শতকরা ৪৭ ভাগ, যার মধ্যে ১১.৬৬% পুরোপুরি নিরক্ষর।

৮.০ প্রাপ্ত ফলাফল বিশ্লেষণ

৮.১ ধামরাই থানার সরকারী কর্মচারীদের কাজ :

৮.১.১ ধামরাই থানায় কর্মচারীদেরকে কি কি কাজ করতে হয় ?

সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদেরকে, তাদের মতে, নিজ নিজ বিভাগে (ক) দাপ্তরিক, (খ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি, (গ) সেবামূলক ও (ঘ) কতিপয় বিশেষ ধরনের কাজ করতে হয় । কাজগুলোর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নরূপ :

৮.১.২ দাপ্তরিক কাজ

উত্তর দাতা কর্মকর্তা কর্মচারীগণ জানিয়েছেন অফিস পরিচালনার জন্য তাদেরকে প্রতিদিন নিম্নোক্ত কাজগুলো করতে হয় :-

(ক) দপ্তরের নথিপত্র সংরক্ষণ, নথি আদান-প্রদান ও প্রসেসিং, বিভিন্ন অফিস ও অন্যান্যদের সাথে পত্র যোগাযোগ, টাইপিং, আর্থিক হিসাব সংরক্ষণ ;

(খ) থানার অন্যান্য অফিসের সাথে যোগাযোগ ;

(গ) থানার আইন-শৃঙ্খলা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা ;

(ঘ) উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দেখাশুনা, প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন করা ;

(ঙ) আর্থ সামাজিক ও গ্রাম উন্নয়নমূলক সংগঠন, সমিতি, সমবায়সমূহ তদারকি, প্রতিবেদন প্রণয়ন, সভাসমাবেশ অনুষ্ঠান ও পরামর্শ প্রদান ;

(চ) ঋণদান কর্মসূচি পরিচালনা ;

(ছ) মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, মক্তব, টোল, হাটবাজার ইত্যাদি পরিদর্শন ;

(জ) ইউনিয়ন পরিষদ, গণপ্রতিনিধি ও জনগণের বিভিন্ন স্তরের সাথে যোগাযোগ করা ;

(ঝ) বিচার কার্য, সালিশ পরিচালনা ও সভা করা, প্রভৃতি

থানা পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের এছাড়াও যে সমস্ত কাজ করতে হয় (যা এখানে উত্তর দাতারা উল্লেখ করেননি) সেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি, যেমন : কৃষির আধুনিকায়ন, গণশিক্ষা কার্যক্রম, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ,

পরিবেশ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য রক্ষা, নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষা ইত্যাদি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এছাড়া নির্বাচন পরিচালনা, দুর্যোগ মোকাবিলা ইত্যাদি, কার্যক্রমেও সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হয় সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে । কিন্তু দাতারা এই থানার সরকারী কর্মচারীদের কাজের এসমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকের কথা উল্লেখ করেননি । হতে পারে এসব বিষয়কে তারা দায়িত্ব পালনে হয়ত তেমন আমল দেন না, অথবা অনবধানতা বশত এমন হতে পারে ।

৮.১.৩ উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজ :

(ক) সমবায় গঠন ও এতদসংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মতৎপরতা পরিচালনা করা

(খ) পল্লী উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের সমিতি ইত্যাদি গঠন ও তাদের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করা

(গ) উন্নত কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার, কৃষি সম্প্রসারণ, উন্নত প্রযুক্তির প্রসার ঘটানো, উন্নত জাতের ফল ফসল ও বৃক্ষের চাষ, উন্নত প্রজাতির পশু, পাখি ও মাছের চাষ ইত্যাদি বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ

(ঘ) মহিলাদেরকে সচেতন ও সংগঠিত করা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করা

(ঙ) উন্নত চাষাবাদে উৎসাহিত করা

(চ) শিক্ষাবিস্তার, পরিবেশ রক্ষা ও বৃক্ষরোপণে সচেতন করা

(ছ) শিশু শিক্ষা, টীকাদান, শিশু জরিপ, শিশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করা

(জ) জন্ম নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উপকরণ সরবরাহ

(ঝ) বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ প্রদান, প্রভৃতি ।

৮.১.৪ সেবামূলক কাজ

(ক) স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা

(খ) গভীর ও অগভীর নলকূপ সরবরাহ ও মেরামত

(গ) চরিত্রগত ও অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের সার্টিফিকেট প্রদান ও সত্যায়ন করা প্রভৃতি

৮.১.৫ বিশেষ ধরনের কাজ

(ক) নির্বাচন পরিচালনা

(খ) কৃষি, পণ্য, পশু ইত্যাদি শুমারী, আদম শুমারী, শষ্য জরিপ, ইত্যাদি পরিচালনা

(গ) দুর্যোগ কালীন বিশেষ কার্যক্রম

(ঘ) আপ্যায়ন ও প্রটোকল প্রভৃতি ।

কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ জানান আপ্যায়ন ও প্রটোকল দায়িত্ব পালনে তাদের কাজের একটি উল্লেখযোগ্য সময় খেয়ে ফেলে । এই দায়িত্ব সবসময় যে দাপ্তরিক উদ্দেশ্যে পালিত হয় তা নয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধামরাই এলাকায় জমি ও অন্যান্য ব্যক্তিগত সম্পত্তির দেখাশুনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আগত উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যদের জন্য এই সময় ব্যয় করতে হয় । আপ্যায়ন, যানবাহন, প্রটোকল ইত্যাদি বাবদ অর্থও ব্যয় করতে হয় এই থানার কর্মকর্তাদের ।

৮.২ সরকারী কর্মকান্ডের টার্গেট কারা ?

৮.২.১ ধামরাই থানার কর্মকর্তা কর্মচারীরা মনে করেন তাদের নিজ নিজ বিভাগের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালিত হলে সবচে বেশী উপকৃত হবে জনগণ । সাধারণ উত্তর দাতা ৩০জন কর্মকর্তা কর্মচারীর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৬ জন (৫৩.৩৩%) এই জবাব প্রদান করেন । এছাড়া গণপ্রতিনিধি (৩০%) , মহিলা (৩০%), কৃষক (২৩.৩৩%), মৎস্যচাষী, শিক্ষক, সমবায়ী, শ্রমিক শিশু, দুস্থমহিলা, ঠিকাদার, মোড়ল, অভিভাবকসহ বিভিন্ন পেশা ও স্তরের জনসাধারণ সরকারী কর্মকান্ডের উপকারভোগী বলে উত্তর দাতারা মনে করেন ।

প্রাপ্ত জবাবসমূহ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় উত্তর দাতাদের অধিকাংশ তাদের কাজের লক্ষ্য হিসেবে জনগণের কথা উল্লেখ করেছেন । একই সাথে তারা নির্দিষ্ট অন্যান্য টার্গেট বা লক্ষ্যের কথাও উল্লেখ করেছেন । সরকারী কর্মকান্ড কাদের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে এই থানার কর্মচারীদের মোটামুটি স্পষ্ট ধারণা রয়েছে ।

৮.৩ ধামরাই থানার উন্নয়নে সমস্যা

৮.৩.১ ধামরাই থানা সদর এবং থানার বিভিন্ন ইউনিয়নে ক্ষেত্র পর্যায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতে এই থানায় উন্নয়নের নিম্নোক্ত সমস্যা সমূহ বিদ্যমান :-

ক. এই থানায় উন্নয়নের জন্য সুনির্দিষ্ট ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নেই । উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তাদের কর্তব্য পালনে অবহেলা করেন । প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের ও

স্তরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব প্রকট । এলাকায় দক্ষ জনশক্তির অভাব । থানায় ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত মাঠকর্মীর অভাব ।

খ. এই থানার যোগাযোগ ব্যবস্থার অবকাঠামো অত্যন্ত অনুন্নত । রাস্তাঘাট এবং প্রয়োজনীয় যানবাহন নেই । বিশেষত: দূরবর্তী ইউনিয়ন গুলোর সাথে থানা সদরের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত নাজুক । থানা সদর থানার এক কোনায় অবস্থিত ।

গ. এই থানায় শিক্ষার হার অত্যন্ত কম (২৯.৫%) । অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং কুসংস্কার উন্নয়নের একটি বড় অন্তরায় । এলাকায় জনসংখ্যা অত্যধিক বেশী, প্রতি বর্গমাইলে এই থানার জনসংখ্যার ঘনত্ব ২২৭০ জন । এই থানায় মহিলারা সামাজিক অবমূল্যায়নের শিকার । এই থানায় বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন রয়েছে । জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব । এলাকায় ব্যাপক দারিদ্র বিদ্যমান ।

ঘ. এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামো অত্যন্ত দূর্বল । শিক্ষকরা তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন নন । অভিভাবকরা শিশুদের লেখাপড়ার বিষয়ে অসচেতন ।

ঙ. এলাকার মজাপুকুরগুলো সংস্কারের কোন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছেনা । কৃষিকাজ, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন ইত্যাদির জন্য ঋণ প্রাপ্তি নিতান্তই অপর্যাপ্ত । বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারী অনুদান অপ্রতুল এলাকার মানুষের মধ্যে কারেন্ট জাল ব্যবহারের প্রবণতা অত্যধিক । কৃষি উপকরণের দাম অত্যন্ত বেশী । এলাকায় কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা প্রায় নেই বললেই চলে । বেকার জনসংখ্যার হার অত্যন্ত বেশী । এই থানার জনগণের মধ্যে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের বিষয়ে অনীহা রয়েছে । এই থানায় সন্ত্রাসীরা এবং গ্রাম্য মোড়লেরা উন্নয়নের অন্যতম প্রধান অন্তরায় ।

চ. এলাকায় বিশুদ্ধ খাওয়ার পানির সংকট রয়েছে । প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের সংকট এবং আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতির সংকট রয়েছে ।

৮.৩.২ গণপ্রতিনিধিদের মতামত

গণপ্রতিনিধিদের মতামত অনুসারে এই থানার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায়গুলো নিম্নরূপ :-

ক. সরকারী অনুদানের অপর্যাপ্ততা, উন্নয়ন কর্মকান্ডে সরকারী কর্মচারী কর্মকর্তাদের অনীহা ও অসহযোগিতা, অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহ, স্থানীয় সম্পদের স্বল্পতা, শিক্ষার নিম্নহার, পানীয় ও সেচের জলের অভাব, অপুষ্টি, দুর্বল সেনিটেশন ব্যবস্থা এগুলো হলো এলাকার উন্নয়নের প্রধান সমস্যা ।

খ. প্রভাবশালী ব্যক্তিদের অশুভ চাপের কাছে প্রশাসনের নতি স্বীকার করা, রাজনৈতিক মহলের ক্ষমতার অপব্যবহার, গণপ্রতিনিধিদের পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতার অভাব, মতানৈক্য রেষারেষি, দ্বন্দ্ব ও সংঘাত এলাকায় উন্নয়নের ক্ষেত্রে ক্রমবর্ধমান সমস্যা তৈরী করছে ।

৮.৩.৩. এসব সমস্যা সমাধানে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?

উল্লিখিত সমস্যাসমূহ সমাধানের জন্য সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা বিভিন্ন দাপ্তরিক উদ্যোগ নিয়ে থাকেন । তারা গণপ্রতিনিধদের সাথে যোগাযোগ করেন । ক্ষেত্র বিশেষে নিজেরা বিভিন্ন অঞ্চলে গিয়ে ব্যক্তি যোগাযোগ, সভা সমাবেশ করেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । প্রয়োজনে তারা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করেন - বলে সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তারা জানান । কিন্তু এতদসত্ত্বেও শতকরা ৯০ ভাগ উত্তরদাতা গণপ্রতিনিধিই মনে করেন এলাকার সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিতান্তই অপ্রতুল । শতকরা ৩০ ভাগ উত্তরদাতা গণপ্রতিনিধির মতে সরকারী দপ্তরসমূহ এলাকার সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন না ।

৮.৪ ধামরাই থানার প্রশাসন কি জবাবদিহিমূলক ?

৮.৪.১ প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক মনে করেন কিনা এই প্রশ্ন করা হয়েছিল কর্মকর্তা এবং সাধারণ জনগণকে । সব মিলিয়ে শতকরা ৮২.৮৫ ভাগ উত্তরদাতা এই প্রশ্নের না বাঁচক জবাব প্রদান করেছেন । এমনকি ১০জন কর্মকর্তার মধ্যে ৭ জন অর্থাৎ তাদের মধ্যে উত্তরদাতা শতকরা ৭০ জনই মনে করেন প্রশাসন জবাবদিহিমূলক নয় ।

সারণী-৪ : প্রশাসনের সবচ্ছতা জবাবদিহিতা সম্পর্ক মতামত

প্রদত্ত জবাব	কর্মকর্তা	সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন পেশার প্রতিনিধি	মোট	শতকরা হার
হ্যাঁ	৩	৫	৮	১১.৪২
না	৭	৫১	৫৮	৮২.৮৫
জবাব দেয় নাই	–	৪	৪	৫.৭১
মোট	১০	৬০	৭০	১০০%(প্রায়)

৮.৪.২ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মতামত :

কর্মকর্তাদের উত্তরের মাঝে প্রথম খোঁজ করা যাক এই থানার প্রশাসনকে কেন তারা সবচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক মনে করেন না। তাদের মতে প্রশাসনে আইনের শাসনের প্রয়োগ নেই, যে জনগণের অর্থে প্রশাসন পরিচালিত হচ্ছে সেই জনগণকেই সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা, তথা প্রশাসন যনত্র, চরমভাবে অবহেলা করে। দেশে দ্রুত এবং উচিত বিচারের ব্যবস্থা নেই। সরকারী কর্মচারীসহ দেশের প্রশাসন এবং প্রশাসকগণ নিজেদেরকে জনগণের প্রভু মনে করে। তারা সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করা এবং দোষী ও অশিষ্ট ব্যক্তিকে তিরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বদলে ক্ষমতাধর ও দুর্নীতিবাজদের তোষণকারী চাটুকারে রূপান্তরিত হয়েছে বলে উত্তর দাতাগণ মনে করেন।

৮.৪.৩ গণপ্রতিনিধিদের মতামত :

উত্তর দাতাগণ মনে করেন এই থানার প্রশাসনে এখনও ঔপনিবেশিক মনোভাব বিদ্যমান। সরকারী কর্মচারীরা জনগণকে বিশবাস করেনা, তাঁরা নিজেরাও একে অন্যকে বিশবাস করেনা। এই থানায় প্রশাসনের বিভিন্ন সতরে আমলাতান্ত্রিক মনোভাব বিদ্যমান, কাজে সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু সমনবয়ের অভাবের ফলে দপ্তরসমূহের কাজে স্থবিরতা পরিলক্ষিত হয়। সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে জনগণকে সেবা প্রদানের মানসিকতার অনুপস্থিতি রয়েছে। শতকরা ৭০ ভাগ উত্তরদাতা কর্মকর্তা মনে করেন এই থানার প্রশাসন আদৌ সবচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নয়। আর এসব সম্ভব হচ্ছে জনগণের অসচেতনতার কারণে।

৮.৪.৪ জনসাধারণের মতামত :

অপর পক্ষে সাধারণ জনগণ, মনে করেন ধামরাই থানার প্রশাসন এবং প্রশাসনে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারী কর্মকর্তারা ব্যাপকভাবে দুর্নীতিগ্রস্হ । তারা ব্যক্তি স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত, 'স্বজনপ্রীতি' এবং দায়িত্বের অবহেলা প্রশাসনে নিয়োজিত ব্যক্তিদের অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য । প্রশাসনে গণতান্ত্রিক মনোভাবের অনুপস্হিতি প্রকট । এই থানায় দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করে কোন ফল পাওয়া যায় না, উল্টা হয়রানির শিকার হতে হয় অভিযোগ কারীকে । সন্ত্রাস এবং স্বেচ্ছা চারিতা এই থানায় স্বাভাবিক নিয়মে পরিণত হয়েছে ।

এই থানার উন্নয়ন অথবা অগ্রগতিতে সরকারী কি কার্যক্রম করা হয় তা কখনও সাধারণভাবে জনগণকে জানানো হয়না । সরকারী কর্মচারীদের অহমিকাপূর্ণ মনোভাব সবসময় তাদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে, তাদের চারপাশে তারা সবসময় কৃত্রিমতার খোলস তৈরী করে রাখে । এদেরকে কখনও জনগণের বন্ধু মনে হয়না । ক্ষমতার অপব্যবহার; প্রভাবশালী ও উর্ধ্বতন মহলের অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করা এই থানার প্রশাসনে নিয়োজিত সরকারী কর্মচারীদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য । এদের নৈতিকার অভাব প্রকট । পাশাপাশি জনগণের দীর্ঘ এবং নিরবচ্ছিন্ন অসচেতনতার ফলে এই থানায় সুষ্ঠু সবল স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না বলে জনগণ মনে করেন ।

৮.৫. সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা কীভাবে জনগণের সাথে যোগাযোগ করে ?

৮.৫.১ জনসাধারণের মতামত :

উত্তর দাতা জনগণের শতকরা ৯০ ভাগ (৫৪) জানিয়েছেন, সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে মাঝে মাঝে তাদের যোগাযোগ হয় । শতকরা ১০ ভাগ উত্তরদাতা (৬ জন) জানান তাদের সাথে সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তারা যোগাযোগ করেনা ।

সরকারী কর্মচারীরা উরদাতা জনসাধারণের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করে এ প্রশ্নের জবাবে তারা জানান,

ক. তারা নিজেরা গিয়ে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সাথে যোগাযোগ করে আসেন । এদের সংখ্যা শতকরা ৫৫ ভাগ (৩৩ জন) ।

খ. তাদের বাড়িতে এসে সরকারী কর্মচারী কর্মকর্তারা যোগাযোগ করেছেন এরকম উত্তরদাতার শতকরা হার ৬৫% (৩৯ জন) ।

গ. এছাড়া চিঠিপত্র, গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে খবর প্রেরণ, গ্রামে ক্যাম্প করে এবং জনসমাবেশের মাধ্যমে

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জনগণের যোগাযোগ হয় বলে উত্তরদাতা জনসাধারণ জানিয়েছেন ।

৮.৫.২ কর্মকর্তাদের মতামত

উত্তর দাতা কর্মকর্তাগণ জানিয়েছেন তারা

(ক) সভা, সমিতি, বৈঠক, সেমিনার, সমাবেশ, প্রশিক্ষণ

(খ) মাঠ পর্যায় পরিদর্শন,

(গ) লিখিত যোগাযোগ, চিঠিপত্র আদান প্রদান

(ঘ) মেলা/প্রদর্শনী আয়োজন

(ঙ) ব্যক্তিগত যোগাযোগ

(চ) প্রচার পুস্তিকা বিতরণ

(ছ) গ্রাম ভিত্তিক সেবচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গঠন

(জ) ক্লাব, সমিতি, প্লাটুন গঠন এবং

(ঝ) দপ্তরে আগত অথবা ডেকে আনা লোকজনের সাথে আলোচনা

ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সাথে যোগাযোগ করে থাকেন ।

৮.৫.৩ কর্মচারীদের মতামত

উত্তরদাতা কর্মচারীরা জানান তাদের প্রত্যেকের সাথে তাদের কর্ম এলাকার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে । কর্মচারীরা বিভিন্নমুখী কর্মকান্ডের জন্য গ্রামে যান । কর্মচারীদের জবাব অনুসারে :-

১. মা ও শিশুদেরকে টিকাদান

২. শিশুদেরকে বিদ্যালয়ে প্রেরণের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি

৩. শিশু জরিপ

৪. নারী নির্যাতন রোধে সচেতনতা সৃষ্টি, নারী শিক্ষা ও নারীদেরকে সংগঠিত করা

৫. মা দিবস পালন, শিক্ষা সপ্তাহ, কৃষি সপ্তাহ পালন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন

৬. উঠোন বৈঠক, সভা সমিতি আয়োজন, প্রচার পত্র বিলি, মাইকিং

৭. স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন ধরনের ওষুধপত্র বিতরণ

৮. জন্মনিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত কাজ

৯. বৃক্ষরোপণ, পরিবেশ উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ

১০. কৃষি উন্নয়ন, সেচ, পোকামাকড় দমন, সার প্রয়োগ, প্রদর্শনী খামার পরিদর্শন, বীজ বিতরণ, কৃষি সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান প্রভৃতি কাজ

১১. মৎস্য চাষে উৎসাহ বৃদ্ধি

১২. পশু পাখীর টিকা প্রদান, পশু স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরামর্শ প্রদান

১৩. সরকারী অনুদান সম্পর্কে তথ্য জানানো

১৪. রাস্তা ঘাট, স্কুল, সেতু, প্রভৃতি নির্মাণের জন্য চেয়ারম্যান/ঠিকাদারদের সাথে যোগাযোগ

১৫. বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

১৬. নির্বাচন, আদম শুমারী, বিভিন্ন জরিপ ও তথ্য সংগ্রহের কাজ

১৭. জন প্রতিনিধিদের সম্মানী প্রদান

১৮. গ্রাম আদালত, সমাজ কল্যাণ গ্রামোন্নয়ন, সমবায়, স্কুল কলেজের সাথে যোগাযোগ করা

১৯. ঋণ বিতরণ ও আদায় করা

প্রভৃতি কাজে তাদেরকে প্রতিনিয়ত জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করতে হয় ।

৮.৬ একজন সরকারী কর্মকর্তা মাসে কতদিন জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য মাঠ পর্যায়ে যান ?

৮.৬.১ কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতামত

এ সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে থানার ১০ জন সরকারী কর্মকর্তা জানিয়েছেন তারা প্রতি মাসে গড়ে ১৫.১ দিন মাঠ পর্যায়ে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করার জন্য গিয়ে থাকেন । এদের মধ্যে ৪০ শতাংশ কর্মকর্তা জানিয়েছেন তারা মাসে গড়ে ২০ দিন (সর্বোচ্চ) জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করেন । আর মাসে ৮ দিন (সর্বনিম্ন) জনগণের সাথে যোগাযোগ করেন শতকরা ২০ ভাগ কর্মকর্তা ।

সারণী-৫ : জনসাধারণের সাথে কর্মকর্তাদের মাঠ পর্যায়ের যোগাযোগ

১ মাসে জনগণের সাথে যোগাযোগে ব্যয় গড় দিনের সংখ্যা	উত্তরদাতা কর্মকর্তার সংখ্যা	উত্তর দাতার শতকরা হার
২০ দিন	৪ জন	৪০%
১৫ দিন	৩ জন	৩০%
১০ দিন	১ জন	১০%
০৮ দিন	২ জন	১০%
মোট	১০ জন	১০০%

কর্মকর্তারা আরও জানিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে গড়ে দৈনিক ১৫ জন দর্শনার্থী আসেন । কর্মচারীরা জানিয়েছেন তাদের প্রত্যেকের কাছে দিনে গড়ে ৩৪.৪৭ জন দর্শনার্থী আসেন ।

৮.৬.২ পর্যবেক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে কর্মকর্তারা যে তথ্য প্রদান করেছেন তা যাচাই করার জন্য থানা সদরের ১৪ জন কর্মকর্তার ওপর পর্যায়ক্রমে ৩দিন পর্যবেক্ষণ পরিচালনা করা হয় (ফলাফল : সারণী-৬) ।

পর্যবেক্ষণে গড়ে ৪০.৪৮ ভাগ কর্মকর্তাকে এই তিনদিন দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় পাওয়া গেছে । এছাড়া এই তিনদিনে গড়ে শতকরা ৯.২৫ ভাগ কর্মকর্তা বাসায়, ১১.৯০ ভাগ কর্মকর্তা ছুটি অথবা অন্য কারণে অফিসে অনুপস্থিত, ৭.৪১ ভাগ প্রশিক্ষণে, ১৬.৬৭ ভাগ কর্মকর্তাকে অন্য দপ্তরে, ২.৩৮ ভাগ অফিসের কাজে ঢাকা গমন করেছেন, ৯.৫২ ভাগ কর্মকর্তা কোথায় আছেন তা কেউ বলতে পারেনা এবং মাত্র ২.৩৮ ভাগ (১ জন) কর্মকর্তা দাপ্তরিক কাজে মাঠ পরিদর্শনে গেছেন বলে জানা গেছে । পর্যবেক্ষণকালীন এই তিনদিনে উল্লিখিত ১ জন কর্মকর্তা ছাড়া আর কারও মাঠ পরিদর্শনের কোন কর্মসূচিও ছিলনা ।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় মাঠ পর্যায়ে গিয়ে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের যে তথ্য কর্মকর্তারা প্রদান করেছেন (সারণী-৬) তা বিশ্বাস যোগ্য নয় । এই পর্যবেক্ষণ থেকে প্রতীয়মান হয় কর্মকর্তারা জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রায় যান না বললেও চলে । অবশ্য অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করলে এই পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হবে ।

সারণী-৬ : পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের যোগাযোগ সংক্রান্ত বক্তব্য যাচাইয়ের ফলাফল

পর্যবেক্ষণের দিন ও সময়	পর্যবেক্ষণকালীন সময়ে কর্মকর্তাদেরকে যেভাবে পাওয়া গেছে									
	দপ্তরে হাজির (১)	বাসায় গেছেন (২)	অফিসে আসেননি ছুটিতে আছেন (৩)	প্রশিক্ষণে আছেন (৪)	অন্য অফিসে আছেন (৫)	অফিসের কাছে বাজারে ভ্রমণ (৬)	কেউ বলতে পারেনা (৭)	মাঠ পরিদর্শনে গেছেন (৮)	মোট (৯)	যাদের মাঠ পরিদর্শনের কর্মসূচি ছিল (১০)
১০ অক্টোবর,১৯৯৫ ১০:০০-১০:৩০	৩ (২১.৪৩)	০ (০.০০)	১ (৭.১৪)	১ (৭.১৪)	৬ (৪২.৮৬)	০ (০.০০)	২ (১৪.২৯)	১ (৭.১৪)	১৪ (১০০)	১ (৭.১৪)
১১ অক্টোবর,১৯৯৫ ১১:০০-১৫:০০	৬ (৪২.৮৬)	২ (১৪.২৯)	১ (৭.১৪)	১ (৭.১৪)	১ (৭.১৪)	১ (৭.১৪)	২ (১৪.২৯)	০ (০.০০)	১৪ (১০০)	০ (০.০০)
১৫ অক্টোবর,১৯৯৫ ১৪:০০-১৪:৩০	৮ (৫৭.১৪)	২ (১৪.২৯)	৩ (২১.৪৩)	১ (৭.১৪)	০ (০.০০)	০ (০.০০)	০ (০.০০)	০ (০.০০)	১৪ (১০০)	০ (০.০০)
সর্বমোট	১৭ (৪০.৪৮)	৪ (৯.৫২)	৫ (১১.৯০)	৩ (৭.১৪)	৭ (১৬.৬৭)	১ (২.৩৮)	৪ (৯.৫২)	১ (২.৩৮)	৪২ (১০০)	১ (২.৩৮)

৮.৭ কোন পেশার দর্শনার্থী আসেন কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে দেখা করতে ?

এই থানায় দর্শনার্থীদের মধ্যে কৃষকরা বেশী আসে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগের জন্য, আগত দর্শনার্থীদের মধ্যে এদের শতকরা হার ৫৩.৩% । এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য হারে গণপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী এবং অন্যান্য পেশার দর্শনার্থী আসেন কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে দেখা করার জন্য (সারণী-৭ দ্রষ্টব্য) ।

সারণী-৭ : দর্শনার্থীদের পেশা

দর্শনার্থীর পেশা	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষক	১৬ জন	৫৩.৩%
গণপ্রতিনিধি	৬ জন	২০%
ব্যবসায়ী	৫ জন	১৬.৬৬%
চাকুরীজীবী	৩ জন	১০%
অন্যান্য	২০ জন	

অন্যান্য পেশার মধ্যে ছাত্র, মৎস্যচাষী, বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা, শ্রমজীবী, ঠিকাদার, শিশু ও বিদেশী ব্যক্তিসহ বিভিন্ন ধরনের লোক বিভিন্ন অফিসে তাদের প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে আসেন ।

৮.৮ দর্শনার্থীরা কেন সরকারী দপ্তরে যোগাযোগ করতে আসে ?

৮.৮.১ কর্মকর্তাদের জবাব

কর্মকর্তাদের মতে দর্শনার্থী কৃষকেরা তাদের কাছে আসেন কৃষি বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণের জন্য । যেমন, ফসলের রোগ নিবারণ, পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ, উন্নত চাষাবাদ, বীজ ও ফসল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক তাদের কাছে আসে । মৎস্য চাষ, হাঁস মুরগী ও গবাদি পশু প্রতিপালন, রোগের প্রতিকার, জনস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, সমবায় সমিতি গঠন, সমবায়ের আইনকানুন জানা এবং শিক্ষা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার কারণেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শনার্থী সরকারী দপ্তরে আসেন ।

কর্মকর্তারা উল্লেখ করেন তাদের কাছে যারা আসেন, তাদের মধ্যে অনেকেই আসেন সনদপত্র, ছবি, দলিল ইত্যাদি সত্যায়ন করতে । অনেকে আসেন আর্থিক সহায়তা লাভের আশায় । বেকার জনসাধারণের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আসেন চাকুরী প্রার্থনা করতে ।

এছাড়া বিচার, চুরি, ডাকাতি, খুন, রাহাজানি, নারী ও শিশু নির্যাতন, সন্ত্রাস, মারামারি, জমি দখল ইত্যাদি অভিযোগ জানাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক সরকারী দপ্তরে আসে ।

সামাজিক সমস্যাদি সমাধানকল্পে যেমন প্রকল্প বাস্তবায়ন, ক্লাব/সমিতি গঠন, সভা সমাবেশ অনুষ্ঠান, আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ আয়োজন, তথ্য সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্যও অনেকে সরকারী দপ্তরে আসেন ।

অনেকে আবার আসেন ব্যবসায়িক স্বার্থে, কেউ কেউ আসেন তদিবর করতে, যেন তেন প্রকারে কোন কাজ নিজের অথবা অন্য কারো জন্য করিয়ে নিতে ।

৮.৮.২ কর্মচারীদের মতামত

কর্মচারীরা মনে করেন দপ্তর সমূহে যারা আসেন তারা নিতান্ত সমস্যায় পড়েই সরকারী দপ্তরে আসেন, শতকরা ৮০ ভাগ কর্মচারী মনে করেন দর্শনার্থীরা আসেন নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে । কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ১০ ভাগ মনে করেন দর্শনার্থীরা আসেন তদিবর করে অর্থাৎ প্রভাব খাটিয়ে আইন বহির্ভূতভাবে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য । শতকরা ৫ জন মনে করেন কোন কোন দর্শনার্থী আসেন জোর করে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের দিয়ে তাদের ইচ্ছা মাফিক কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য ।

৮.৮.৩ জনসাধারণের মতামত

উত্তরদাতা জনসাধারণ জানান তারা অধিকাংশই সরকারী অফিসে যান কৃষি সংক্রান্ত কাজে । সার, কীটনাশক, বীজ, গাছের চারা সংগ্রহ, সেচ সংক্রান্ত সমস্যা, ডিপ/স্যালো নলকূপ সংগ্রহ, ঋণ গ্রহণ এবং কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে তারা এসব জায়গায় যান । তারা জানাম মামলা, জমি জমার খাজনা, রেজিষ্ট্রি, রেকর্ড ইত্যাদি কাজে জনসাধারণ সরকারী দপ্তরে যান ।

এছাড়া সনদ/ছবি/দলিল সত্যায়ন, শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ, নির্বাচন, বিদ্যুৎ সম্প্রসারণ, বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ, রেশন তোলা, পেনশন তোলা, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁসমুরগী প্রতিপালন, রাস্তা উন্নয়ন, চাকুরী প্রাপ্তি, সমিতি গঠন, প্রশিক্ষণ গ্রহণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্য, বনায়ন, টীকাদান, বেতন গ্রহণ, ব্যাংক কার্যক্রম, পাসপোর্ট নিরীক্ষা ইত্যাদির কারণে তারা সরকারী দপ্তরে যেয়ে থাকেন ।

৮.৯ দর্শনার্থীদের একটি কাজ শেষ করতে কর্মকর্তাদের গড়ে কতদিন সময় লাগে ?

৮.৯.১ কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতামত

দর্শনার্থীরা যে কাজ নিয়ে সরকারী দপ্তরসমূহে আসে তা শেষ করতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের গড়ে ৪.৭৭ দিন সময় লাগে বলে তারা জানিয়েছেন । এক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১ দিন থেকে সর্বোচ্চ ১০ দিন সময় লাগে বলে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জানিয়েছেন ।

৮.৯.২ জনসাধারণের মতামত

অপরপক্ষে উত্তরদাতা জনসাধারণের (৬০জন) মধ্যে ৩৮ জন (শতকরা ৬৩.৩৩%) জবাব দিয়েছেন; তারা যে সমস্ত কাজে সরকারী দপ্তরে যান তা নিষ্পন্ন হতে গড়ে ১৮.৩৬ দিন সময় লাগে । এদের মধ্যে একজন উত্তরদাতা বলেছেন থানার একটি সরকারী দপ্তরে তার একটি কাজ শেষ হতে দীর্ঘ পাঁচমাস সময় লেগেছিল । অপর একজন জানিয়েছেন তার কাজের জন্য লেগেছিল ৯০ দিন । এদের মধ্যে ৮ জন উত্তর দাতা জানান তাদের (১৩.৩৩%) কাজ শেষ হতে গড়ে তিন সপ্তাহের বেশী সময় লেগেছিল ।

উত্তর দাতাদের ৬.৬৬% (৪জন) জানিয়েছেন তারা দীর্ঘকাল ধরে চেষ্টা চালালেও তাদের সমস্যা সমাধান হয়নি এবং তাদের ধারণা জনসাধারণ যে সমস্ত প্রয়োজনে সরকারী দপ্তরে যায় আইনানুগভাবে তা কখনই নিষ্পন্ন হয় না ।

১৮ জন উত্তরদাতা (৩০%) এই প্রশ্নের কোন জবাব দেননি ।

৮.১০ জনগণের জ্ঞাতব্য ও প্রতিক্রিয়া কিভাবে আদান প্রদান করা হয় ?

৮.১০.১ এই থানার জনসাধারণকে সরকারী দপ্তর থেকে জরুরীভাবে জ্ঞাতব্য সংবাদ যেভাবে জানানো হয় :-

(১) সরাসরি বা ব্যক্তিগতভাবে গিয়ে (১৪)*

(২) সভা ও সেমিনারের মাধ্যমে (১০)

(৩) পত্র প্রেরণের মাধ্যমে (৯)

(৪) বিজ্ঞপ্তি, পুস্তিকা ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে (৮)

(৫) গণপ্রতিনিধি ও মাঠ কর্মীদের মাধ্যমে (৩)

(৬) মাইকিং করে (৩)

(৭) সংবাদ পত্রের মাধ্যমে (২)

(৮) প্রচার বোর্ড ও সাইন বোর্ডের মাধ্যমে (২)

(৯) মৌখিক নির্দেশের মাধ্যমে

(১০) মাঠ পর্যায়ে গমন করে

(১১) প্রশিক্ষণ আয়োজন করে

(১২) ক্লাব সমিতির মাধ্যমে

(১৩) কৃষক সমাবেশ করে

(১৪) বায়স্কোপের মাধ্যমে

(১৫) মাঠ দিবস করে ফসল লাগানো, ফুল/ফসল উঠানোর মাধ্যমে

(১৬) যারা দপ্তরে আসে তাদের সাথে আলোচনা

ইত্যাদির মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করে (*বন্ধনীর মধ্যে নির্দিষ্ট মতামত পোষণকারী উত্তর দাতার সংখ্যা প্রকাশ করা হয়েছে)।

লক্ষ্যণীয়, উত্তর দাতাগণ সরকারী দপ্তর সমূহ জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের জন্য আন্ত:ব্যক্তিক যোগাযোগের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেন বলে উল্লেখ করেছেন।

৮.১০.২ সরকারী দপ্তরে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের প্রতিক্রিয়া সমূহ যে ভাবে সংগৃহীত হয় :-

(১) তথ্য সংগ্রহ ও মাঠ পর্যায়ে জরীপের মাধ্যমে

(২) পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে

(৩) প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনারে মতামত আহবান করে

(৪) জনসাধারণের আচরণ লক্ষ্য করে

(৫) জনসাধারণ ও ক্ষেত্র পর্যায়ের কর্মী/ভলান্টিয়ারদের সাথে যোগাযোগ করে

(৬) এলাকা ভ্রমণ করে

(৭) গণপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করে

(৮) গণমাধ্যমের ফিডব্যাকের মাধ্যমে

এসব প্রতিক্রিয়া জানতে গড়ে ১২ দিন সময় লাগে বলে উত্তর দাতাগণ জানিয়েছেন ।

৮.১০.৩ জনগণের প্রতিক্রিয়া জানার পর কর্মকর্তারা নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন

(১) ঘন ঘন কর্ম এলাকা পরিদর্শন

(২) মতামত বিনিময় করা

(৩) প্রতিক্রিয়ার কারণ অনুসন্ধান ও পরিস্থিতি পর্যালোচনা

(৪) প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ত্রুটি সংশোধন এবং জনগণের স্বার্থের পরিপন্থী পদক্ষেপ পরিবর্তনের ব্যবস্থা গ্রহণ

(৫) উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের প্রচেষ্টা গ্রহণ এবং

(৬) উদ্বুদ্ধ করণের কর্মসূচি গ্রহণ

৮.১১ দপ্তরের কর্মপরিবেশ ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে কর্মচারীদের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ

৮.১১.১ কর্মচারীদের প্রতি উর্ধতন কর্মকর্তাদের মনোভাব

শতকরা ৯০ ভাগ কর্মচারীর (১৮ জন) মতে তাদের প্রতি কর্মকর্তাদের মনোভাব দায়িত্ব পালনে সহায়ক এবং পরিপূরক । ৫% মনে করেন কর্মকর্তারা তাদের প্রতি বন্ধুত্বমূলক আচরণ করেন । বাকী ৫% তাদের প্রতি কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভুত্বমূলক বলে মনে করেন ।

৮.১১.২ থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন ৯০% কর্মচারী (১৮ জন)। মাত্র ১০% কর্মচারী মনে করেন বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক সোহার্দ্যপূর্ণ ।

৮.১১.৩ অফিসে আগত লোকদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয় ?

সারণী-৮ : সরকারী দপ্তরে আগত দর্শনার্থীদের সাথে ব্যবহারের ধরন (কর্মচারীদের মতামত)

উত্তর	উত্তরদাতার সংখ্যা	শতকরা হার
সবার সাথে ভাল ব্যবহার করা হয়	১৩	৬৫%
মর্যাদা অনুসারে ব্যবহার করা হয়	৭	৩৫%

কর্মচারীদের ৬৫% এর মতে অফিসে যারা আসেন তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করা হয় আর ৩৫% মনে করেন দর্শনার্থীর মর্যাদা অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করা হয় । অর্থাৎ উচ্চ পদমর্যাদা, বিত্ত, বংশ, প্রভাব প্রতিপত্তির অধিকারী ব্যক্তিকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং সাধারণ ও দরিদ্র জনসাধারণ অবজ্ঞা ও অবহেলার শিকার হয় ।

৮.১১.৪ এলাকার সাধারণ মানুষের সরকারী দপ্তর সম্পর্কে ধারণা

সকল কর্মচারী মনে করে তার নিজের দপ্তর সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ভাল ধারণা রয়েছে । এদের মধ্যে ৮৫% (১৭ জন) মনে করে জনসাধারণ তাদের দপ্তরকে অতি দরকারী বিভাগ বলে মনে করে । ১৫% (৩ জন) কর্মচারী মনে করে তাদের দপ্তরকে সাধারণ জনগণ স্বাভাবিকভাবে উপকারী বিভাগ বলে মনে করে ।

৮.১১.৫ দপ্তরের কর্ম পরিবেশ

সরকারী দপ্তর সমূহের কর্মপরিবেশ সৌহার্দ্যপূর্ণ বলে মনে করেন উত্তরদাতা কর্মচারীদের ৯৫% । মাত্র ৫% এক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন ।

দপ্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মচারীদের মতামত গুরুত্ব পায় কিনা এ প্রশ্নের জবাবে ২৫% ভাগ (৫ জন) কর্মচারী নেতিবাচক জবাব দিয়েছে । তারা মনে করেন সিদ্ধান্ত গ্রহণে কর্মকর্তাদের মতামতই চূড়ান্ত, তাদের মতামতের গুরুত্ব নগণ্য । অপরপক্ষে ৭৫% (১৫ জন) কর্মচারী মনে করেন, দাপ্তরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের মতামতকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয় ক্ষেত্র বিশেষে ।

৮.১২ কর্মকর্তাদের শিক্ষাজীবন বহির্ভূত সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্তি

উত্তরদাতা কর্মকর্তাদের মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ (৭ জন) শিক্ষা জীবন বহির্ভূত প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানিয়েছেন । এ সমস্ত ব্যক্তি সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডের সাথে তাদের সম্পৃক্তির কথা উল্লেখ করেছেন । শতকরা ৩০ ভাগ বলেন শিক্ষা জীবনে তারা এ ধরনের কোনরকম কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না । উত্তরদাতা কর্মকর্তাগণ মনে করেন শিক্ষা জীবন বহির্ভূত এসব প্রতিষ্ঠান/সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ততা কর্মকালীন সময়ে জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে সহায়ক হয় ।

কর্মকর্তা কর্মচারীগণ মনে করেন এসব পূর্ব-অভিজ্ঞতা জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁদেরকে প্রভূত সহায়তা করে । তারা মনে করেন সংগঠনের লোকদেরকে বুঝার মাধ্যমে জনগণকে বুঝার আগ্রহ বাড়ে । রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বোধ জনগণের ইচ্ছা, অনিচ্ছার প্রকৃতি বুঝতে সহায়তা করে । জনগণের সমস্যা বুঝতে পারলে তা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করাও সহজ হয় । জনগণকে সংগঠিত, সচেতন এবং কর্মমুখী করে তোলার ক্ষেত্রে, তাদের সাথে মেলা মেশার দক্ষতা, তাদেরই বেশী যারা এসমস্ত কাজে পূর্ব-অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ।

৮.১৩ যোগাযোগের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম

৮.১৩.১ কর্মকর্তাদের জবাব

উত্তর দাতা ১০ জনের শতকরা ৮০ ভাগ, জনগণের সাথে যোগাযোগ এবং বার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে সভা, সমাবেশ ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অর্থাৎ আন্তব্যক্তিক যোগাযোগকে

সবচে বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন । রেডিও, টেলিভিশন, গ্রন্থ, প্রচার- পুস্তিকা, সিনেমা ও প্রচার-পত্রকে তারা পছন্দের দ্বিতীয় ক্রমে উল্লেখ করেন এবং তৃতীয় ক্রমে সংবাদপত্রের কথা ।

এছাড়া জারী, সারি, যাত্রা, ধর্মসভা, ঘটপটের চিত্র, ইত্যাদি লোকজ মাধ্যমের সাহায্যে যোগাযোগ বার্তা পৌছে দেয়ার চেষ্টা করলে তা কার্যকর হতে পারে বলে কর্মকর্তারা মনে করেন ।

৮.১৩.২ জনসাধারণের মতামত

এবিষয়ে সাধারণ জনগণের শতকরা ৬৬.৬ ভাগ (৪০ জন) মনে করেন আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিত । এছাড়া সভা, সমাবেশ, রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা বায়স্কোপ, পত্র পত্রিকা, পোষ্টার, প্রচার পুস্তিকা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের লোকজ গণমাধ্যমের ব্যবহার সিভিল কর্মচারীদের জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হতে পারে বলে উত্তরদাতারা অভিমত ব্যক্ত করেন ।

৮.১৪ গণমাধ্যমের বিশ্বাস যোগ্যতা

আমাদের দেশে সুপরিচিত ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যম গুলোর মধ্যে বিবিসি, VOA, সিএনএন, আকাশবাণী, দূরদর্শন, রেডিও বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন অন্যতম । উত্তরদাতাদের মধ্যে গণমাধ্যমের বিশ্বাস যোগ্যতা যাচাইয়ের জন্য একটি স্কেল ব্যবহৃত হয় । স্কেলটিকে সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য (৪), যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য (৩), বিশ্বাসযোগ্য (২), তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয় (১), এবং অবিশ্বাসযোগ্য (০) এই কয়টি স্তরে ভাগ করা হয়েছিল । প্রত্যেকটি স্তরের নামের পাশে বন্ধনী ভুক্ত সংখ্যা ঐ স্তরের প্রতিটি উত্তরের জন্য প্রদত্ত গুরুত্ব জ্ঞাপন করছে ।

সারণী-৯ : গণমাধ্যমের বিশ্বাস যোগ্যতা

গণমাধ্যমের নাম	সবচেয়ে বেশী বিশ্বাসযোগ্য (৪)	যথেষ্ট বিশ্বাস যোগ্য (৩)	বিশ্বাস যোগ্য (২)	তেমন বিশ্বাস যোগ্য নয় (১)	অবিশ্বাস যোগ্য (০)	মোট সূচক
১. বিবিসি	৪৬ (১৮৪)	৬ (১৮)	৪ (৮)	০ (০)	০ (০) ০.০০%	২১০
২. VOA	৬ (২৪)	৩৪ (১০২)	৪ (৮)	৬ (৬)	০ (০) ০.০০%	১৪০
৩. রেডিও বাংলাদেশ	৯ (৩৬)	৬ (১৮)	১৬ (৩২)	১৩ (১৩)	৮ (০) ১১.৪২%	৯৯
৪. বিটিভি	৫ (২০)	৫ (১৫)	৭ (১৪)	১৭ (১৭)	১০ (০) ১৪.২৮%	৬৬
৫. সিএনএন	৪ (১৬)	৭ (২১)	৯ (১৮)	৪ (৪)	১ (০) ১.৪২%	৫৯
৬. আকাশবাণী	০ (০)	৪ (১২)	৪ (৮)	১০ (১০)	৪ (০) ৫.৭১%	৩০
৭. দূরদর্শন	০ (০)	০ (০)	৩ (৬)	৮ (৮)	৫ (০) ৭.১৪%	১৪

বি:দ্র:- এতদসংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন মোট ৭০ জন এদের মধ্যে বিভিন্ন দপ্তরের ১০ জন কর্মকর্তাও রয়েছেন । সারণীতে মুক্ত সংখ্যাগুলো উত্তরদাতার সংখ্যাজ্ঞাপক এগুলোকে স্কেলের গুরুত্বজ্ঞাপক সংখ্যা দিয়ে গুণ করে বন্ধনীভুক্ত সংখ্যা পাওয়া গেছে ।

উত্তর দাতাদের মতে ২১০ পয়েন্ট প্রাপ্ত বিবিসির বিশ্বাসযোগ্যতা সবচেয়ে বেশী । এর পরে আছে ভয়েস অব আমেরিকা, তবে এর সূচক বিবিসি থেকে অনেক নীচে, মাত্র ১৪০ । ৯৯ পয়েন্ট পেয়ে এই তালিকার তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে রেডিও বাংলাদেশ, বাংলাদেশ টেলিভিশনের অবস্থান চতুর্থ, প্রাপ্ত পয়েন্ট ৬৬ । যথাক্রমে ৫৯, ৩০ এবং ১৪ পেয়ে তালিকার ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম স্থানে রয়েছে যথাক্রমে সিএনএন, আকাশবাণী এবং দূরদর্শন । শুধুমাত্র অবিশ্বাসযোগ্য এই কলামটি বিবেচনা করলে দেখা যায় এর শীর্ষে আছে বাংলাদেশ টেলিভিশন । শতকরা প্রায় ১৪.৩ ভাগ উত্তর দাতা বিটিভিকে অবিশ্বাসযোগ্য গণমাধ্যম বলে মনে করেন । অবিশ্বাসযোগ্যতা সংক্রান্ত তালিকার

দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে রেডিও বাংলাদেশ। শতকরা ১১.৪ ভাগ উত্তরদাতা রেডিও বাংলাদেশকে পুরোপুরি অবিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করেন।

৮.১৫. ধামরাই থানায় সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের জনগণের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে ?

৮.১৫.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মতামত

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা মনে করেন জনগণের সাথে তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে :-

ক. জনগণের সাথে যোগাযোগের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল নেই

খ. জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ের কৌশলগত প্রশিক্ষণ নেই

গ. জনসাধারণের মধ্যে অশিক্ষা, কুসংস্কার, পুরুষ-প্রাধান্য, অজ্ঞতা, অসচেতনতা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের অনুপস্থিতির ফলে যোগাযোগ কার্যকর করার প্রচেষ্টা ক্ষতিগ্রস্থ হয়

ঘ. দপ্তরের দৈনন্দিন কাজের চাপে অনেক সময় জনগণের সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ গড়ে তোলার সময় হয়না

ঙ. সহকর্মীদের গঠনমূলক মনোভাবের অভাব এবং ক্ষেত্র বিশেষে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবহেলার কারণে জনসাধারণের সাথে তাঁদের স্বাভাবিক যোগাযোগ গড়ে ওঠেনা

চ. অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পর্যাপ্ত জনবলের অভাবের কারণেও জনগণের সাথে যোগাযোগ ক্ষতিগ্রস্থ হয়

৮.১৫.২ গণপ্রতিনিধিদের মতামত

গণপ্রতিনিধিদের মতে,

ক. সরকারী কর্মচারীরা অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে জনগণের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেনা

খ. ক্ষেত্রবিশেষে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতার কারণে জনসাধারণের সাথে তাদের যোগাযোগ গড়ে ওঠে না

গ. জনগণের অশিক্ষা, আর্থিক অসচ্ছলতা, ধর্মীয় কুসংস্কার ইত্যাদি কারণ অনেক সময় জনগণের সাথে তাঁদের যোগাযোগকে ক্ষতিগ্রস্থ করে। ক্ষেত্র বিশেষে জনগণের অবহেলাও এজন্য দায়ী

ঘ. অনেক সময় কর্মচারীদের পারিবারিক সমস্যাও এই প্রক্রিয়াকে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

৮.১৫.৩ দাপ্তরিক কাজে অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপ

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের মতামত অনুসারে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গণপ্রতিনিধিরা শতকরা ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন । সাধারণত: ক্ষেত্র পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে গণপ্রতিনিধি, এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ, ব্যবসায়ী এবং উধর্বতন কর্মকর্তারা অবৈধভাবে তাদের অনুকূলে কর্মসম্পাদনের জন্য প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেন ।

৮.১৫.৪ কর্মকর্তাদের প্রতি গণপ্রতিনিধিদের মনোভাব

শতকরা ৬০ ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন গণপ্রতিনিধিরা কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতামূলক ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন । শতকরা ৩০ জন মনে করেন গণপ্রতিনিধিরা তাদের প্রতি কর্তৃত্বপরায়ন আচরণ করেন । শতকরা ১০ ভাগ কর্মকর্তার অভিযোগ গণপ্রতিনিধিগণ তাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অহমিকাপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেন ।

৮.১৫.৫ কর্মকর্তাদের যোগাযোগ সম্পর্কিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও অন্যান্য কতিপয় সমস্যা

ক) শতকরা ৪০ ভাগ কর্মকর্তার জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নেই । ফলে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিনিয়ত জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা করার প্রয়োজন হলেও এবিষয়ে তাদের বিধিবদ্ধ জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে । পক্ষান্তরে ৬০% কর্মকর্তার এক্ষেত্রে কিছু প্রশিক্ষণ/প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা আছে এক্ষেত্রে ।

খ) এছাড়া যানবাহনের সমস্যা, খারাপ যাতায়াত ব্যবস্থা, নিরাপত্তাহীনতার কারণে জনগণের সাথে কাঙ্খিত সংযোগ রক্ষা করতে পারেন না অনেক কর্মকর্তা । উত্তর দাতাদের মধ্যে এদের সংখ্যা শতকরা ৬০ ভাগ । এছাড়া জনগণকে সঠিক অবস্থা বুঝানোর অক্ষমতা, কম কথা বলার অভ্যাস ইত্যাদি কারণগুলোও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে । দপ্তরে রুটিন কাজের চাপ বেশী থাকায়ও জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপনের সময় এবং সুযোগ কম পান বলে জানিয়েছেন শতকরা ৩০ ভাগ কর্মকর্তা ।

৮.১৫.৬ তথ্য সরবরাহ-নীতির ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মানসিকতা

তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে অধিকাংশ কর্মকর্তা কর্মচারিরাই রক্ষণশীল পন্থা অনুসরণের পক্ষপাতি । শতকরা ৭০ ভাগ কর্মকর্তা মনে করেন কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যই জনগণকে জানানো

উচিত, দপ্তরের তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতার নীতি অনুসরণের তারা বিরোধী । শতকরা ১০ ভাগ কর্মকর্তা তথ্য প্রবাহে কঠোর কড়াকড়ি আরোপের পক্ষপাতি । মাত্র ২০% কর্মকর্তা মনে করেন দপ্তরসমূহ এবং জনসাধারণের মধ্যে তথ্যের অবাধ প্রবাহ বিদ্যমান থাকা উচিত, ক্ষেত্রে কোন রাখ ঢাক বা বিধি নিষেধ থাকা উচিৎ নয় । এর অন্যথা প্রশাসনকে 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক' করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে ।

সরকারী কর্মচারী হিসেবে অবাধ ও মুক্ত গণমাধ্যমের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে আচরণ বিধিমালায় প্রতিবন্ধকতা[৯] বিদ্যমান বলে মনে করেন ৫০% ভাগ উত্তরদাতা । তারা আচরণ বিধিমালা সংশোধন করার সুপারিশ করেন । পক্ষান্তরে অন্যান্য ৫০% উত্তর দাতা কর্মকর্তা কর্মচারী মনে করেন গণমাধ্যম সমূহের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আচরণ বিধিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা উচিত । উল্লেখ্য আচরণ বিধিমালায় গণমাধ্যমের সাথে সরকারী কর্মচারীদের সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের বিধান রয়েছে ।

কর্মকর্তাদের প্রথমোক্ত দল মনে করেন গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে সরকারী কর্মচারীদের মত প্রকাশের সীমাবদ্ধতা, হয়রানির আশংকা, চাকুরী হারানোর ভয়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের রোষানলে পড়ার আশঙ্কা, কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নেওয়ার বিধান ইত্যাদি প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয় । ক্ষেত্রে বিদ্যমান আচরণ বিধিমালা প্রশাসনক স্বচ্ছ করার বদলে দুর্বোধ্য ও রহস্যাবৃত করে রাখে ।

তারা সুপারিশ করেন দেশের সংবিধানে বর্ণিত আচরণ বিধিমালা মৌলিক নাগরিক অধিকার এবং প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার যতটা পরিপন্থী আচরণ বিধিমালা ততখানি পরিবর্তন/সংশোধন করা প্রয়োজন । তারা মনে করেন প্রশাসনের সর্বস্তরে জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং মত প্রকাশের অবাধ স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে । এজন্য মুক্ত গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা আরোপ করা হবে জনগণের তথ্য জানার অবাধ অধিকারকে খর্ব করার শামিল ।

---

৯. সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯, বিধি ১৯-২৫ দ্রষ্টব্য ।

৮.১৫.৭ আন্তবিভাগীয় দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের অভাব

মাঠ পর্যায়ের বিভাগ, দপ্তর, ক্যাডারের মধ্যে বিদ্যমান বর্তমান দ্বন্দ্ব সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের আন্ত:বিভাগীয় সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে বলে শতকরা ৮০ ভাগ উত্তরদাতা কর্মকর্তা মনে করেন । ২০% উত্তরদাতা মনে করেন এসব দ্বন্দ্ব আন্ত:বিভাগীয় সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করেনা । আন্ত:বিভাগীয় সমন্বয়ের অভাব জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে বলে ৭০% কর্মকর্তা মনে করেন ।

৮.১৬ জনমত

সরকারের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন এবং দেশের সার্বিক উন্নয়ন সাধনের জন্য ইতিবাচক জনমত সৃষ্টি করা সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ করণীয় । জনমত অনুকূল না হলে কোন কর্মকান্ডেই জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবেনা। এ সমস্ত ক্ষেত্রে উন্নয়ন উদ্যোগের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে । তাই উত্তর দাতাদের কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল কোন বিষয়ে জনমত সৃষ্টির প্রয়োজনে তারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন ? কর্মকর্তা কর্মচারীরা জানিয়েছেন :

ক. সভা, সমাবেশ, পথসভার মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মকান্ডের ইতিবাচক দিক ব্যাখ্যা করে

খ. গণ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করে

গ. মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের মাধ্যমে জনগণকে বুঝিয়ে

ঘ. উন্নয়ন কর্মকান্ড ও তার সুফল সম্পর্কে বহুল প্রচার-রেডিও, টেলিভশন, পত্রিকা, চলচ্চিত্র ও অন্যান্য গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা চালিয়ে

ঙ. গ্রামে জনসাধারণের বাড়ীতে গিয়ে প্রত্যক্ষ আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে

চ. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, উৎসব ইত্যাদি, আয়োজন, প্রয়োজনীয় উপদেশ, নির্দেশ, পরামর্শ প্রদান এবং উদ্বুদ্ধকরণ করে

ছ. মৎস্য পক্ষ, শিক্ষা পক্ষ, বিভিন্ন দিবস, প্রদর্শনী ইত্যাদি আয়োজন করে

জ. নির্ধারিত টার্গেট গ্রুপের জনগণের সাথে বৈঠক-যেমন: স্কুল কমিটি, মৎস্য সম্প্রদায় তাঁতী সম্প্রদায় ইত্যাদি

ঝ. মাঠ পরিদর্শন ও জনগণের সাথে সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি

ইত্যাদি পদ্ধতিতে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করে কোন কর্মসূচি সম্পর্কে ইতিবাচক মতামত/মনোভাব সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তারা মনে করেন ।

৮.১৭ সরকারী কর্মচারীদের গণসংযোগ সম্পর্কে গণপ্রতিনিধিদের মতামত

৮.১৭.১ কোন কোন বিভাগের কর্মচারী প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কাজ করে ? এদের কাজের মান কেমন ?

গণপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন তাদের এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, কৃষি, স্বাস্থ্য এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীরা সশরীরে গ্রামাঞ্চলে কাজ করে । এদের দায়িত্ব পালনের মান সম্পর্কে গণপ্রতিনিধিদের মতামত ছকে (সারণী-১০) প্রতিফলিত হলো :

সারণী-১০ : গণপ্রতিনিধিদের দৃষ্টিতে সরকারী কর্মচারীদের কাজের মান

দায়িত্ব পালনের মান	উত্তর দাতার সংখ্যা	উত্তর দাতার শতকরা হার
অত্যন্ত সন্তোষজনক	০	০
সন্তোষজনক ভাবে	৩	৩০%
মোটামুটি	৫	৫০%
আদৌ সন্তোষজনক নয়	২	২০%
মোট	১০	১০০%

লক্ষ্যণীয় এসমস্ত বিভাগের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিয়োজিত কর্মচারীদের কেউ গণপ্রতিনিধিদের পুরোপুরি সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারছেন না । এই চিত্র কাম্য হতে পারেনা । এক্ষেত্রে হয়ত বাস্তব প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে, তবুও এদের কাজের মান উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন ।

৮.১৭.২ দায়িত্ব পালনে কর্মচারীদের কি কি সীমাবদ্ধতা আছে ?

গণপ্রতিনিধিরা মনে করেন তাদের এলাকায় নিয়োজিত কর্মচারীরা দায়িত্ব পালনে অবহেলা করেন । তাদের পক্ষে যতটা করা সম্ভব গাফিলতির কারণে তারা তা অর্জন করতে পারছেন না । এছাড়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও এদের কাজ কেমন হচ্ছে সে বিষয়ে খোঁজ খবর রাখেন না । ক্ষেত্র বিশেষে উর্ধতন কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতাও পায় দায়িত্বের অবহেলাকারী কর্মচারী । উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের তাগিদের অভাবে এসব কর্মচারীরা

ঠিকমত দায়িত্ব পালন করেনা বলে গণপ্রতিনিধিগণ মনে করেন । এছাড়া যাতায়াতের অসুবিধা রয়েছে । রাস্তাঘাট এবং যানবাহন পর্যাপ্ত না থাকায় অনেক সময় এদের কার্যকারিতা আশানুরূপ হয়না ।

প্রশাসনিক দুর্বলতা, আমলাতান্ত্রিক মনোভাবের প্রভাব, দুর্নীতি পরায়নতা, স্বার্থপরতা, অসৌজন্যমূলক আচরণ ইত্যাদি কারণও কর্মচারীদের কার্যকারিতায় বিরূপ প্রভাব ফেলছে বলে গণপ্রতিনিধিরা মনে করেন ।

৮.১৭.৩ গণপ্রতিনিধিরা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন কি ?

উত্তরদাতা গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে শতকরা ৮০ ভাগ জানিয়েছেন তাঁরা তাঁদের এলাকায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন না । উত্তর দাতাদের ২০% মাত্র বলেছেন তারা সবসময় স্বচ্ছন্দ অনুভব করেন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে কাজ করতে ।

যারা নেতিবাচক জবাব দিয়েছেন তাঁরা বলেছেন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্থ, সুযোগ পেলেই এরা ঘুষ, উৎকোচ দাবী করে বসে এবং তা আদায়ও করে নেয় । এরা আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন । সহজ কাজ জটিল করে তোলে এবং এর থেকে ফায়দা লুটার ফন্দি করে । এরা প্রায়ই গণপ্রতিনিধি, দরিদ্র এবং অসহায় জনসাধারণের সাথে অসদাচরণ করে - এর প্রতিকার বিধান করার কেউ নেই । একারণে তারা ঐ এলাকায় কর্মরত সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে কাজ করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করেন না ।

৮.১৭.৪ একমাসে কতজন কর্মকর্তা/কর্মচারী এলাকায় এসেছেন ?

১০ জন (U.P.) ওয়ার্ড মেম্বরকে জিজ্ঞেস করা হয় গত একমাসে তার এলাকায় কতজন কর্মকর্তা কর্মচারী এসেছিলেন । এ প্রশ্নের প্রাপ্ত উত্তর গড় করে দেখা গেছে ১০টি ওয়ার্ডে ১ মাসে মোট ২৩ জন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারী এসেছিলেন । অর্থাৎ গড়ে ওয়ার্ড প্রতি ২.৩ জন (কর্মকর্তা/কর্মচারী মিলিয়ে) এসেছিলেন তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য যা কর্মকর্তাদের প্রদত্ত হিসেবের (সারণী-৫ দ্রষ্টব্য) সাথে অসংগতিপূর্ণ । সারণী-৬ এ বর্ণিত তথ্যও এই অসংগতির ধারণাকেই দৃঢ়তর করে ।

৮.১৭.৫ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যোগাযোগের কার্যকারিতা ?

উত্তর দাতাদের ৭০ ভাগ গণপ্রতিনিধি জানিয়েছেন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা জনসাধারণের সাথে যে সমস্ত যোগাযোগ করে, তার শতকরা ৬০ ভাগ কার্যকর হয় আর বাকী ৪০ ভাগ ক্ষেত্রে তা অকার্যকর থেকে যায় বলে তারা মনে করেন । এক্ষেত্রে অবশ্য কোন যুক্তিগ্রাহ্য প্রমাণ অথবা তথ্য উপস্থাপিত হয়নি ।

সারণী-১১ : গণপ্রতিনিধিদের তথ্য প্রাপ্তির উৎস

মাধ্যম	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
থানা নির্বাহী	১০	১০০
ইউ.পি.চেয়ারম্যান	৪	৪০
চিঠিপত্র	৭	৭০
থানা সমন্বয় কমিটি	১	১০
রেডিও টেলিভিশন	১	১০

বি:দ্র:- এখানে উত্তর দাতারা প্রত্যেকে তথ্য প্রাপ্তির একাধিক উৎস উল্লেখ করেছেন ।

সারণী থেকে এবিষয়টি স্পষ্ট থানা প্রশাসনের সাথে গণপ্রতিনিধিদের একটি নিয়মিত যোগাযোগ গড়ে উঠেছে ।

৮.১৭.৬ গণপ্রতিনিধিরা উন্নয়ন কর্মকান্ড ও অন্যান্য বিষয়ে তথ্য কোন মাধ্যম থেকে পেয়ে থাকেন ?

গণপ্রতিনিধিরা সকলেই জানিয়েছেন উল্লিখিত তথ্যের অধিকাংশই তারা থানা নির্বাহীর মাধ্যমে পেয়ে থাকেন । তাছাড়া চিঠিপত্র, চেয়ারম্যানের কাছ থেকে, থানা সমন্বয় কমিটির সভা এবং রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকান্ড, জাতীয়,

সামাজিক এবং অন্যান্য বিষয়ের তথ্য তারা পেয়ে থাকেন অর্থাৎ আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ এবং বিভিন্ন গণমাধ্যম তাদের এসকল তথ্য প্রাপ্তির উৎস ।

বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য এখানে মাধ্যমিক উৎসের একটি সারণী উপস্থাপন করা যেতে পারে । ১৯৯১ সালে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড়ের অব্যবহিত পরে বিপিএটিসির ষোড়শ বুনিয়াদী প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচালিত "দুর্যোগের সংগে বেঁচে থাকা : ঘূর্ণিঝড়ের ১৯৯১ একটি সমীক্ষা" শীর্ষক জরীপের প্রতিবেদন থেকে এই সারণীটি সংগ্রহ করা হয়েছে ।

সারণী-১২ : জনসাধারণের ঘূর্ণিঝড় ১৯৯১ (নোয়াখালী জেলার উপকূলে চরবাটা ইউনিয়নে)-এর খবর প্রাপ্তির উৎস

মাধ্যম	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
রেডিও	৪০ জন	৫০%
স্থানীয় প্রশাসন	২৪ জন	৩০%
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থান	৫ জন	৬.২%
সিপিপি কর্মী	৪৯ জন	৫৬.২৫%
অন্যান্য	৩৭ জন	৪৬.২৩%

বি:দ্র:- উত্তরদাতার মোট সংখ্যা ৮০ জন । উত্তর দাতাদের অনেকে একাধিক উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন ।

এখানে লক্ষণীয় এই ইউনিয়নের সাধারণ জনগণ শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে প্রশাসনের কাছ থেকে জলোচ্ছ্বাসের মত পরিস্থিতিতে সংবাদ পেয়েছেন । স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সাথে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের যোগাযোগ আরও শিথিল হবে বলেই ধারণা করা যায় । সুতরাং সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের গণবিচ্ছিন্নতার এই দাবী এই সারণীর তথ্য থেকেও অনুমিত হয় ।

৮.১৭.৭ কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কি জনগণের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ?

উত্তর দাতা গণপ্রতিনিধিদের শতকরা ৯০ ভাগ মনে করেন প্রায় সকল কর্মকর্তা কর্মচারীই জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন । মাত্র ১০ ভাগ গণপ্রতিনিধি মনে করেন কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জনগণের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন নয় ।

৮.১৭.৮ কর্মকর্তা/কর্মচারী কি দুর্নীতি গ্রস্থ (গণপ্রতিনিধিদের অভিমত)

উত্তর দাতা গণপ্রতিনিধিদের ৭০% মনে করেন কর্মকর্তা কর্মচারীরা পুরোপুরি/আংশিক দুর্নীতি গ্রস্থ । মাত্র ২০ ভাগ উত্তর দাতা জানিয়েছেন তার এলাকার কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দুর্নীতি গ্রস্থ নয় । শতকরা ১০ ভাগ এপ্রশ্নের কোন জবাব দেননি । এ বিষয়টি যাচাই করা অত্যন্ত দুরূহ । তবে সমাজের বিভিন্ন অংশের সাথে মতবিনিময় করে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রবণতা সমর্থন করে এ ধরনের মতামত পাওয়া গেছে ।

৮.১৭.৯ কর্মকর্তা কর্মচারীদের গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের ধরন

শতকরা ৬০% গণপ্রতিনিধি মনে করেন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা গণমাধ্যমের সাথে গোপন যোগাযোগ রক্ষা করেন । তাদের ৪০% মনে করেন কর্মকর্তা/কর্মচারীরা গণমাধ্যমকে অবহেলা করে ।

অপরপক্ষে উত্তর দাতা গণপ্রতিনিধিদের শতকরা ১০০ ভাগই মনে করেন সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের গণমাধ্যমের সাথে খোলামেলা বস্তুনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখা উচিত ।

৮.১৭.১০ সরকারী কর্মচারী আচরণ বিধিমালার আলোকে গণমাধ্যমের সাথে তাদের যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে গণপ্রতিনিধিদের মতামত

উত্তর দাতা ৭০% গণপ্রতিনিধি মনে করেন গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আচরণ বিধিমালায় সরকারী কর্মচারীদের ওপর যে বিধি নিষেধ আরোপিত হয়েছে তা বাস্তবানুগ নয় । ২০% গণপ্রতিনিধি আচরণ বিধিমালায় বিদ্যমান এতদসংক্রান্ত বিধি বিধানকে সমর্থন করেন । ১০% গণপ্রতিনিধির এ সম্পর্কে কোন ধারণা নেই বলে জানিয়েছেন ।

৮.১৭.১১ সমাজ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে কর্মকর্তা কর্মচারীদের ভূমিকা ও করণীয় ?

উত্তর দাতা সকল গণপ্রতিনিধিই মনে করেন সমাজ উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ও যুগোপযোগী তথ্য সরবরাহে কর্মকর্তা কর্মচারীরা ব্যর্থ হচ্ছেন । তারা মনে করেন কর্তব্যে

অবহেলা, ঘুষ দুর্নীতির প্রতি আসক্তি, স্বার্থপরতা, নৈতিক অবক্ষয়, স্বজনপ্রীতি এবং অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে এই ব্যর্থতা প্রতিফলিত হচ্ছে ।

গণপ্রতিনিধিগণ মনে করেন অবিচার অনিয়ম এবং দায়িত্ব পালনে শিথিলতার ক্ষেত্রে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ, কর্তব্যবোধ সম্পর্কে কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সজাগ ও সচেতন করে তোলা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসাধারণের প্রতি তাদের মনোভাবের ইতিবাচক পরিবর্তন, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জনগণের সাথে কর্মকর্তা কর্মচারীদের খোলামেলা মত বিনিময়ের মাধ্যমে এই ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠা সম্ভব ।

৮.১৮ কর্মচারীদের গণসংযোগ সম্পর্কে জনগণের অভিমত

৮.১৮.১ জনসাধারণ থানার যেসব দপ্তরে যান

৬০ জন উত্তর দাতার মধ্যে ৪৪ জন (৭৩.৩৩%) জানিয়েছেন বিভিন্ন প্রয়োজনে তারা (১) কৃষি বিভাগ, (২) থানা নির্বাহী কর্মকর্তার দপ্তর, (৩) শিক্ষা বিভাগ (৪) ভূমি ও রাজস্ব, (৫) পশু সম্পদ, (৬) স্বাস্থ্য বিভাগ, (৭) মৎস্য বিভাগ, (৮) বিদ্যুৎ, (৯) ব্যাংক, (১০) পরিবার পরিকল্পনা, (১১) খাদ্য, (১৩) সমাজ কল্যাণ, (১৪) পিআইও অফিস (১৫), ডাকবিভাগ, (১৬) হিসাব রক্ষণ, (১৭) সমাজ কল্যাণ, (১৮) সরকারী স্কুল কলেজ প্রভৃতি দপ্তরে যান ।

উত্তর দাতাদের ১৬ জন (২৬.৬৬%) জানিয়েছেন তারা কোন সরকারী দপ্তরে যান না ।

৮.১৮.২ সরকারী দপ্তরে জনসাধারণের সাথে ব্যবহার

যারা সরকারী দপ্তরে দর্শনার্থী হিসেবে যান তাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করা হয় এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ৪৪ জন ব্যক্তি (সারণী-১৩) ।

সারণী-১৩ : সরকারী দপ্তরে দর্শনার্থীদের সাথে ব্যবহারের ধরন (জনসাধারণের মতামত)

যে ধরনের ব্যবহার করা হয়	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
আন্তরিক	১৮	৪০.৯০
আনুষ্ঠানিক ও নির্বিকার	১৯	৪৩.১৮
অবহেলা ও অবজ্ঞাপূর্ণ	৫	১১.৩৬
জবাব দেননি	২	৪.৫৩
মোট	৪৪	১০০%(প্রায়)

সারণীটি বিশ্লেষণ করলে এবিষয় স্পষ্ট হয় যে, সরকারী দপ্তরে বিভিন্ন কাজে যেসব সাধারণ জনগণ আসেন তারা যে সকল দপ্তরে যান, সেসমস্ত জায়গার শতকরা ৬০ ভাগ (প্রায়) ক্ষেত্রে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার পান না ।

৮.১৮.৩ দপ্তরে কাজে গিয়ে জনসাধারণের হয়রানি

সারণী-১৪ : সরকারী দপ্তরে জনসাধারণের হয়রানি

উত্তর	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১০	২২.৭২
না	১৩	২৯.৫৪
কখনও কখনও	১৯	৪৩.১৮
জবাব দেয়নি	২	৪.৫৩
মোট	৪৪	১০০% (প্রায়)

সারণী-১৪ তে দেখা যায় ২৯.৫৪ ভাগ উত্তর দাতা সরকারী দপ্তরে গিয়ে কখনও হয়রানির শিকার হননি । পক্ষান্তরে ৬৫.৯০ ভাগ উত্তর দাতা কখনও না কখনও সরকারী দপ্তরে কাজে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন ।

এদের মধ্যে সর্বাধিক ১৫ বার হয়রানির শিকার হয়েছেন ১ জন, ১০ বার ১জন, ৮ বার একজন এবং ৭ জন ১ বার হয়রানির শিকার হয়েছেন । এদের মধ্যে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিয়েছেন ১৮ জন , এক বা একাধিক বার ।

সারণী-১৫ : ঘুষ প্রদান

যতবার ঘুষ দিয়েছেন (x)	যতজন ঘুষ দিয়েছেন(f)	xf	গড়
১ বার	৭ জন	৭	
২ বার	২ জন	৪	
৩ বার	৪ জন	১২	
৫ বার	১ জন	৫	৩.৭৭
৬ বার	২ জন	১২	
১৪ বার	১ জন	১৪	
১৫ বার	১ জন	১৫	
	N = ১৮ জন	৬৮	

এই ১৮ জনের দেওয়া উত্তর অনুসার তারা মোট ৬৯ বার ঘুষ দিয়েছেন অর্থাৎ প্রত্যেকে গড়ে ৩.৮৩ বার ঘুষ প্রদান করেছেন । এদের মধ্যে একজন ১৫ বার এবং একজন ১৪ বার ঘুষ প্রদান করেছেন ।

উত্তর দাতারা জানিয়েছেন এদের মধ্যে ১২ জনের ক্ষেত্রে ফলাফল তাদের অনুকূলে গিয়েছিল অর্থাৎ ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে তারা কার্যসিদ্ধ করেছেন ।

৮.১৮.৪ জনসাধারণ যে সব অফিসে কাজের জন্য যান অফিসারের সাথে তারা সরাসরি দেখা করেন কিনা ?

সারণী-১৬ তে দেখা যায়, উত্তর দাতাদের ৩৮.৬৩% সরাসরি তাঁদের সমস্যা সমাধানের জন্য অফিসারদের সাথে যোগাযোগ করে । ১১.৩৬% উত্তর দাতা এ প্রশ্নের কোন জবাব দেয়নি । অবশিষ্ট ৪৯.৯৯% উত্তর দাতা তাদের কাজের জন্য সরাসরি অফিসারের সাথে যোগাযোগ করেন না বা করতে পারেন না ।

সারণী-১৬ : দর্শনার্থীদের কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার ধরন

উত্তর	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ	১৭	৩৮.৬৩
না	১৩	২৯.৫৪
কখনও কখনও	৯	২০.৪৫
জবাব দেয়নি	৫	১১.৩৬
মোট	৪৪	১০০%(প্রায়)

যারা সরাসরি দেখা করেন না তাদের মধ্যে দারোয়ান কেরানীর বাধা এবং ভয়ে এরূপ করেন ৪৫.৪৫% (১০ জন) ।

৮.১৮.৫ সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন কিনা ?

যারা বিভিন্ন কাজে ধামরাই থানার বিভিন্ন দপ্তরে যান তারা এ প্রশ্নের নিম্নরূপ জবাব দিয়েছেন (সারণী-১৬) ।

সারণী-১৭ : দর্শনার্থীদেরকে বক্তব্য বুঝিয়ে বলা

কর্মকর্তা কর্মচারীরা দর্শনার্থীদেরকে বক্তব্য বুঝিয়ে বলেন কি ?	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ, সব সময়	২৪	৫৪.৫৪
না, কখনই বুঝিয়ে বলেন না	১	২.২৭
আমরা বুঝতে পারিনা	৩	৬.৮১
বুঝিয়ে বলার মত ধৈর্য্য/ সময় তাদের থাকেনা	১৬	৩৬.৩৬
মোট	৪৪	১০০% (প্রায়)

সারণী বিশ্লেষণ করলে এ বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে ৪৫.৪৪% ভাগ দর্শনার্থীকে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের বক্তব্য বুঝিয়ে বলতে ব্যর্থ হন বা তাদের বক্তব্য দর্শনার্থীরা বুঝতে ব্যর্থ হয়। অর্থাৎ যোগাযোগের শতকরা ৪৫ ভাগ প্রাথমিক পর্যায়েই ব্যর্থ হয়ে যায়।

৮.১৮.৬ ধামরাই থানার কর্মকর্তা কর্মচারীরা কি দুর্নীতিগ্রস্থ (জনসাধারণের মতামত)

সারণী-১৮ : জনসাধারণের দৃষ্টিতে কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতি গ্রস্থতা

কর্মকর্তা কর্মচারীরা কি দুর্নীতিগ্রস্থ ?	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
হ্যাঁ, প্রায় সকলেই	১৮	২৯.৯৯
প্রায় অধিকাংশই দুর্নীতি গ্রস্থ	২৫	৪১.৬৬
না, হাতে গোনা ২/১ জন	১২	১৯.৯৯
জবাব দেননি	৫	৮.৩৩
মোট	৬০	১০০%(প্রায়)

উত্তর দাতা জনসাধারণের ২৯.৯৯% মনে করেন ধামরাই থানায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রায় সকলেই দুর্নীতিগ্রস্ত। শতকরা ৪১.৬৬ ভাগ উত্তর দাতার ধারণা কর্মকর্তা কর্মচারীদের অর্ধাংশ দুর্নীতি গ্রস্ত। ১৯.৯৯ ভাগ মনে করে হাতে গোণা ২/১ জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দুর্নীতিগ্রস্ত, এদের কারণে গোটা সম্প্রদায়কে এই কলংক বহন করতে হচ্ছে। ৮.৩৩% উত্তর দাতা এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি।

৮.১৮.৭ ধামরাই থানার কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কি থানার সকল নাগরিককে সমান সেবা/গুরুত্ব প্রদান করেন ?

উত্তরদাতা সাধারণ জনগণের ৮৮.৩৩% মনে করেন যে তাদের থানার কর্মকর্তা কর্মচারীরা তাদের সকলকে সমান গুরুত্ব প্রদান করেন না।

তাহলে এই থানার কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কাদেরকে বেশী গুরুত্ব/সেবা প্রদান করেন ? এ প্রশ্নের জবাব সারণী-১৯ এ দেখা যেতে পারে।

সারণী-১৯ : কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সেবা প্রদানের তারতম্য

সবচে বেশী সেবা প্রদান করা হয়	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে	৫৪	৯০.৯৯
ধনীদেরকে	২৩	৩৮.৩৩
শিক্ষিত লোকদেরকে	১২	২০.০০
সন্ত্রাসীদেরকে	১১	১৮.৩৩
গণপ্রতিনিধিদেরকে	৮	১৩.৩৩
রাজনীতিবিদদেরকে	৬	১০.০০
আত্মীয় স্বজনদেরকে	৪	৬.৬৬

* উত্তর দাতার মোট সংখ্যা ৬০ জন । উত্তর দাতাদের একাধিক জবাব প্রদানের স্বাধীনতা ছিল ।

এখানে দেখা যায় ৯১% উত্তর দাতা জনসাধারণ মনে করে কর্মকর্তা/কর্মচারীরা এলাকার প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকেই অধিকাংশ সেবা প্রদান করে থাকেন । ৩৮.৩৩% উত্তর দাতার দৃষ্টিতে ধনী সম্প্রদায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের পছন্দ ক্রমের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন । সবচেয়ে খারাপ দিক হলো তুলনামূলকভাবে বেশী সংখ্যক উত্তরদাতা মনে করেন গণপ্রতিনিধিদের অথবা রাজনীতিবিদদের চাইতেও কর্মকর্তা কর্মচারীরা সন্ত্রাসীদেরকে অধিক গুরুত্ব এবং সেবা প্রদান করে থাকেন এবং লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হলো এলাকার দরিদ্র, নিরক্ষর, অসহায় ব্যাপক জনসাধারণের এই তালিকায় কোন স্থান নেই ।

জনসাধারণের এই মনোভাবের মাধ্যমে পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্পর্কে অনুমান করা যায় ।

৮.১৮.৮ ধামরাই থানায় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সবচে কম গুরুত্ব প্রদান করে কাদেরকে ?

সারণী-২০ : কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যে সকল দর্শনার্থীকে কম গুরুত্ব প্রদান করে

যাদেরকে কম গুরুত্ব দেওয়া হয়	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
কৃষক	৪৫	৭৫.০০
দিনমজুর	৩৯	৬৫.০০
শ্রমিক	৩৭	৬১.৬৬
দরিদ্র লোক	২০	৩৩.৩৩
নিরীহ লোক	১১	১৮.৩৩
নিরক্ষর/অশিক্ষিত	১১	১৮.৩৩
ভূমিহীন	৬	১০.০০
জেলে	২	৩.৩৩
বেকার	২	৩.৩৩
দুর্বল ব্যক্তি	১	১.৬৬

* মোট উত্তর দাতার সংখ্যা ৬০ জন । উত্তর দাতাদের একাধিক জবাব প্রদানের স্বাধীনতা ছিল ।

উত্তর দাতা জনসাধারণ মনে করেন ধামরাই থানার কর্মকর্তা কর্মচারীরা কৃষকদেরকে সবচে কম গুরুত্ব প্রদান করে, ৭৫% উত্তরদাতা এই মতামত পোষণ করে । অবহেলা তালিকায় দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যথাক্রমে দিনমজুর, শ্রমিক এবং দরিদ্র জনসাধারণ ।

শতকরা ৬০ ভাগ উত্তরদাতার মতে এই বৈষম্যমূলক আচরণের সবচে বড় কারণ নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি । এছাড়া উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উত্তর দাতা মনে করেন । দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, নৈতিক অধ:পতন, এবং ক্ষমতার অপপ্রয়োগ কর্মকর্তা কর্মচারীদের এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণের কারণ ।

অন্যান্য যে সকল কারণ এই বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য দায়ী বলে উত্তর দাতারা উল্লেখ করেছেন, সেগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক মহলের চাপ, স্বেচ্ছাচারিতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, প্রভাবশালীদেরকে ভয় পাওয়া এবং হাতে রাখা, আমলাতান্ত্রিক মনোভব প্রভৃতি অন্যতম ।

৮.১৮.৯ সাধারণ জনগণের দৃষ্টিতে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী

৮০% উত্তরদাতা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে "জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন গোষ্ঠী" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । ১০% উত্তরদাতা এদেরকে "দুর্নীতিবাজদের চক্র" বলে অভিহিত করেন আর মাত্র ১.৬৬% উত্তরদাতা সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে "জনগণের বন্ধু" মনে করেন ।

সারণী-২১ : সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সম্পর্কে জনসাধারণের মন্তব্য

সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পর্কে জনসাধারণের মন্তব্য	উত্তর দাতার সংখ্যা	শতকরা হার
জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন গোষ্ঠী	৪৮	৮০
দুর্নীতি বাজদের চক্র	৬	১০
সরকারের বিশ্বস্ত অনুচর	৫	৮.৩৩
জনসাধারণের উপকারী বন্ধু	১	১.৬৬
মোট	৬০	১০০%

৯.০ গবেষণায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল সমূহ (Major Findings)

৯.১ থানা পর্যায়ে কর্মরত সিভিল কর্মচারীদের

(ক) নথিপত্র সংক্রান্ত দাপ্তরিক কাজ (খ) উন্নয়ন কর্মকান্ডে সহায়তা ও সচেতনতা বৃদ্ধি (গ) সেবামূলক এবং (ঘ) বিশেষ ধরনের কিছু কাজ প্রতিদিন করতে হয় । বিশেষ ধরনের কাজের অন্যতম হল আপ্যায়ন ও প্রটোকল দায়িত্বের পালন । এতে কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হয় ।

৯.২ ধামরাই থানার উন্নয়নে প্রধান প্রধান অন্তরায় হলো (ক) সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব (খ) সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্বে অবহেলা (গ) অনুন্নত অবকাঠামো (ঘ) শিক্ষায় পশ্চাদপদতা (ঙ) অসুস্থ রাজনৈতিক অবস্থা (চ) উন্নয়ন উপযোগী কাঠামোর অনুপস্থিতি ।

৯.৩ উত্তরদাতা জনসাধারণের ৮২.৮৫% মনে করেন এই থানায় প্রশাসন স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নয় ।

৯.৪ (ক) জনসাধারণের সরকারী দপ্তরে আগমন, (খ) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জনসাধারণের কর্মএলাকা/বাড়ীতে গমন, (গ) চিঠিপত্র আদান প্রদান (ঘ) ক্যাম্প, জনসমাবেশ, পরিদর্শন, প্রচারণা, (ঙ) প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ বা গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে ।

৯.৫ গ্রামীণ জনসাধারণের সাথে সরাসরি গ্রামে গিয়ে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কর্মকর্তাদের অংশ গ্রহণ প্রায় নেই বললেই চলে ।

৯.৬ সরকারী, দপ্তরে আগত দর্শনার্থীদের ৫৩.৩% কৃষক । এছাড়া গণপ্রতিনিধি, ব্যবসায়ী, চাকুরীজীবী, ছাত্র, বেকার যুবক, মৎস্যচাষী, দুস্থমহিলাসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ সরকারী দপ্তরে দৃপ্তরে যোগাযোগ করতে আসেন ।

৯.৭ এরা প্রধানত: কৃষি, মৎস্য চাষ ও পশুপালন সংক্রান্ত পরামর্শ, বৃক্ষরোপণ, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, সাহায্য, চিকিৎসা, সার্টিফিকেট নেওয়া, সত্যায়ন,

এলাকা উন্নয়ন, অভিযোগ উত্থাপন, প্রতিষ্ঠান গঠন, ঋণ গ্রহণ, ব্যবসায়িক ও ব্যক্তি স্বার্থ, চাকরির সন্ধান ইত্যাদি কাজে সরকারী দপ্তরে আসেন ।

৯.৮ জনসাধারণ যে সকল বিষয়ে থানার সদর দপ্তরে যোগাযোগ করেন তা সম্পন্ন হতে গড়ে ১৮.৩৬ দিন সময় লাগে । কোন কোন ক্ষেত্রে জনসাধারণের সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান কখনও হয়না ।

৯.৯ কর্মচারীদের মতে থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ।

৯.১০ অধিকাংশ উত্তরদাতা (৬৬.৬%) জনসাধারণ মনে করেন জনগণের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান মাধ্যম হওয়া উচিৎ আন্তর্ব্যক্তিক যোগাযোগ । এছাড়া রেডিও, টেলিভিশনসহ ইলেকট্রোনিক গণমাধ্যম, পত্রপত্রিকা, পুস্তিকা, প্রচারপত্র, অনুষ্ঠানাদি, সিনেমা, সভা সমাবেশ, ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদি এবং বিভিন্ন লোকজ মাধ্যমেও যোগাযোগ স্থাপন করা যেতে পারে ।

৯.১১ দেশে ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমের মধ্যে 'বিবিসি'কে সবচে বেশী বিশ্বাসযোগ্য বলে উত্তর দাতারা মনে করেন । গণমাধ্যমগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ টেলিভিশনকে সবচে বেশী সংখ্যক উত্তর দাতা (১৪.২৮%) অবিশ্বাসযোগ্য মনে করেন ।

৯.১২ কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রপর্যায়ে সরাসরি যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা সমূহ - (ক) কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্বহীনতা তহবিলের অভাব, (খ) কৌশলগত প্রশিক্ষণের অভাব, (গ) জনসাধারণের নিরক্ষরতা ও অসচেতনতা, (ঘ) কুসংস্কার ও অজ্ঞতা এবং (ঙ) অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ।

৯.১৩ সরকারী কর্মচারীগণ তথ্য প্রবাহের ক্ষেত্রে রক্ষণশীল মানসিকতার অধিকারী । উত্তরদাতা কর্মকর্তা কর্মচারীদের শতকরা ৭০ ভাগ তথ্য প্রবাহ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতি ।

৯.১৪ উত্তরদাতা গণপ্রতিনিধিদের ১০০ ভাগ মনে করেন সরকারী কর্মচারীদের গণমাধ্যমের সাথে খোলামেলা বস্তুনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখা উচিত । শতকরা ৭০ ভাগ কর্মকর্তা

এবং শতকরা ৫০ ভাগ কর্মচারী মনে করেন সরকারী কর্মচারীদের মুক্ত ও অবাধ গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান আচরণমালা বিধিমালায় প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। যা প্রশাসনকে জনগণের কাছে দুর্বোধ্য ও রহস্যময় করে রাখে। তারা এই আচরণবিধিমালা সংশোধনের সুপারিশ করেন।

৯.১৫ উত্তরদাতা কর্মকর্তা কর্মচারীদের শতকরা ৮০ ভাগ মনে করেন মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন বিভাগ ও দপ্তরের মধ্যে বিদ্যমান দ্বন্দ্ব আন্ত:বিভাগীয় সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

৯.১৬ তৃণমূল পর্যায়ে যে সকল সরকারী কর্মচারী কাজ করেন গণপ্রতিনিধিদের বিবেচনায় তাদের দায়িত্ব পালনের মান সন্তোষজনক নয়। শতকরা ৭০ ভাগ গণপ্রতিনিধির বিবেচনায় এ ধরনের কর্মচারীদের দায়িত্ব পালনের মান গড়পড়তা বা তারও নীচে।

৯.১৭ উত্তরদাতা গণপ্রতিনিধিদের শতকরা ৮০ ভাগ তাদের এলাকায় কর্মরত সরকারী কর্মচারীর সাথে কাজ করতে স্বচ্ছন্দবোধ করেন না।

৯.১৮ তারা মনে করেন এই থানার সরকারী কর্মচারীরা অধিকাংশই দুর্নীতিগ্রস্থ এবং আমলাতান্ত্রিক মানসিকতা সম্পন্ন। জনসাধারণের সাথে এরা অসদাচরণ করে এবং এর প্রতিকার বিধান করার কেউ নেই।

৯.১৯ উত্তরদাতা গণপ্রতিনিধিদের শতকরা ৯০ ভাগ মনে করেন এই থানার সরকারী কর্মচারীরা গণবিচ্ছিন্ন এবং ৭০% গণপ্রতিনিধির মতে এই থানার সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীরা আংশিক/পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্থ। জনসাধারণের ৭১.৬৫ ভাগ এই মতামত পোষণ করেন।

৯.২০ যে সকল জনসাধারণ বিভিন্ন কাজে সরকারী দপ্তরে আসেন তাদের শতকরা ৬০ ভাগ সেখানে আন্তরিকতাপূর্ণ ব্যবহার পাননা। শতকার ৬৫.৯০ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তারা সরকারী দপ্তরে কাজের জন্য গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন। এদের মধ্যে অনেকে ঘুষ দিতে বাধ্য হয়েছেন।

৯.২১ উত্তরদাতা জনসাধারণের শতকরা ৪৫.৪৬ ভাগ মনে করেন এই থানার সরকারী কর্মচারীরা তাদের বক্তব্য জনসাধারণকে বুঝিয়ে বলেন না ।

৯.২২ উত্তরদাতা জনসাধারণের শতকরা ৯০.৯৯ ভাগ মনে করেন এই থানার সরকারী কর্মচারীরা প্রভাবশালী ব্যক্তিদেরকে সবচে বেশী সেবা প্রদান করেন । ১৮.৩৩ ভাগ উত্তরদাতা মনে করেন সন্ত্রাসীদেরকে সরকারী দপ্তরে সবচে বেশী গুরুত্ব/সেবা প্রদান করেন । গণপ্রতিনিধি অথবা রাজনীতিবিদদের চাইতেও এই থানার কর্মকর্তা কর্মচারীরা সন্ত্রাসীদেরকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করেন বলে তারা মনে করেন । এই তালিকায় সাধারণ মানুষের কোন স্থান নেই ।

৯.২৩ পক্ষান্তরে শতকরা ৭৫ ভাগ উত্তরদাতা জনসাধারণের মতে কৃষকদেরকে সরকারী দপ্তরে সবচে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয় ।

৯.২৪ উত্তরদাতা জনসাধারণের শতকরা ৮০ ভাগ এই থানার সরকারী কর্মচারীদেরকে "জনসাধারণের স্বার্থ সম্পর্কে উদাসীন গোষ্ঠী" হিসেবে চিহ্নিত করেন ।

১০.০ সুপারিশমালা

১০.১ ধামরাই থানায় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গণসংযোগের সার্বিক মান কীভাবে উন্নত করা যায় ?

১০.১.১. এই থানায় বিভিন্ন এলাকার সিভিল কর্মচারীদের ঘন ঘন পরিদর্শন ও জনসাধারণের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে গ্রামীণ জনসাধারণের সমস্যা জানা এবং তা সমাধানকরণ

১০.১.২. থানার সকল বিভাগীয় কাজের তদারকি জোরদারকরণ

১০.১.৩. থানার শিক্ষার হার বাড়ানোর প্রচেষ্টায় জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল বিভাগের কর্মচারীদের সক্রিয় অবদান রাখা

১০.১.৪. দাপ্তরিক কার্যক্রমের পুংখানুপুংখ হিসাব গ্রহণের মাধ্যমে প্রশাসনিক জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা

১০.১.৫. থানার বিভিন্ন এলাকায় জনসাধারণের সাথে থানার বিভিন্ন দপ্তরের সাপ্তাহিক/পাক্ষিক আলোচনা সভার/সমাবেশের আয়োজন করে বিভিন্ন বিভাগের কার্যক্রমের পরিধি এবং চলমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবাধভাবে গণমাধ্যম ও জনগণকে জানানো

১০.১.৬. জনগণকে থানার সকল দপ্তরের বার্ষিক কার্যক্রমের পরিকল্পনা/তালিকা বছরের শুরুতে জানিয়ে দেওয়া

১০.১.৭. কোন বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণের আগে সে বিষয়ে জনসাধারণের মতামত গ্রহণের ব্যবস্থা নেওয়া

১০.১.৮. জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রতিটি ইউনিয়ন পরিদর্শন করে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাজের হিসাব নেওয়া

১০.১.৯. থানার সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে গণপ্রতিনিধিদেরকে সম্পৃক্ত করা

১০.১.১০. সরকারী কার্যক্রম বাস্তবায়নের বার্ষিক প্রতিবেদন জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা

১০.১.১১. থানার সচেতন নাগরিকদের দ্বারা সরকারী দপ্তর বিভাগ সমূহে জনসাধারণের অধিকার সম্পর্কে প্রচারণা চালানো

১০.১.১২. এই থানার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে গণসংযোগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের গণসংযোগের সার্বিক মান বৃদ্ধি করা যেতে পারে ।

১০.২ ধামরাই থানার জনগণের সাথে সিভিল কর্মচারীদের যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যায় ?

১০.২.১. এই থানায় শিক্ষার হার অত্যন্ত কম । সেকারণে গণশিক্ষার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করতে হবে । ব্যাপকভাবে গণশিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং মানোন্নয়ন, সভা, সমাবেশের মাধ্যমে জনগণের সচেতনতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে হবে । শিক্ষার হার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী ও জনগণের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূর করা যেতে পারে ।

১০.২.২. এই থানায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নারী ও শিশুদের সচেতনতা বৃদ্ধি করে, তাদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ বৃদ্ধি করা যেতে পারে ।

১০.২.৩. থানার কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যাপকভাবে জনগণের সাথে মিশতে হবে এবং উন্নয়ন, অগ্রগতি ও প্রশাসনের করণীয় সম্পর্কে তাদের মতামত সংগ্রহ করে তা কার্যকর করতে হবে ।

১০.৩ থানার কর্মকর্তা কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রবণতা দূরীকরণ সংক্রান্ত সুপারিশ

১০.৩.১. থানার কার্যক্রমে অনিয়ম সম্পর্কে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনানুযায়ী শাস্তি বিধান করে

১০.৩.২. সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা ও অধিকার আদায়ে তাদেরকে সচেতন করা

১০.৩.৩. সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ভাতা যুক্তিসংগত ভাবে বৃদ্ধি করা

১০.৩.৪. আলোচনা ও আত্মসমালোচনার মাধ্যমে থানার কর্মচারি/কর্মকর্তাদের নৈতিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটানো

১০.৩.৫. প্রতিমাসের কাজের প্রতিবেদন উর্ধ্বতন দপ্তরে প্রেরণ এবং জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা এবং তা যাচাই করার ব্যবস্থা গ্রহণ ।

১০.৪ থানায় গণমাধ্যমকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার সুপারিশ

১০.৪.১. থানার কার্যক্রম সম্পর্কে গণমাধ্যমে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রচার করতে হবে

১০.৪.২. এই থানার গণমাধ্যম কর্মীদেরকে সরাসরি ঘটনাস্থল থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে পরিবেশন করতে হবে

১০.৪.৩. এই থানার সংবাদ সংগ্রহে সাংবাদিকদেরকে অধিকতর নিষ্ঠাবান ও মনোযোগী হওয়ার সুযোগ দিতে হবে

১০.৪.৪. থানার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের গ্রামাঞ্চলে সংবাদ পরিবেশনে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতে হবে এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে গণমাধ্যমের সংবাদদাতা নিয়োগ করতে হবে

১০.৪.৫. সঠিক তথ্য প্রদানের জন্য জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে, এজন্য শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা যেতে পারে

১০.৪.৬. থানার গণমাধ্যম কর্মীদের জবাবদিহির ব্যবস্থা করতে হবে

১০.৪.৭. থানার বিভিন্ন কার্যক্রমের সংবাদ পরিবেশনে নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হবে

১০.৪.৮. থানায় সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী কার্যক্রমের প্রচার বৃদ্ধি করা এবং ভিন্নমত তুলে ধরতে হবে

১০.৪.৯. থানার বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সঠিক সময়ে সঠিক এবং পর্যাপ্ত তথ্যসহ সংবাদ প্রচার করতে হবে ।

১০.৫ থানার প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সুপারিশ

১০.৫.১. এই থানায় কর্মরত সকল দপ্তরের কর্মকান্ড এবং কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব থানার বিভিন্ন এলাকার প্রকাশ্য স্থানে এবং প্রত্যেক অফিসের সামনে প্রকাশ্যভাবে টাঙিগয়ে দেয়া

১০.৫.২. কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের করণীয় বর্জনীয় উল্লেখ করে তালিকা থানার বিভিন্ন এলাকার প্রকাশ্য স্থানে এবং দপ্তরের সমানে টাঙিগয়ে দেয়া

১০.৫.৩. সভা সমাবেশে প্রশাসনের সমালোচনা করা

১০.৫.৪. সমনবয় সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশাসন ও গণপ্রতিনিধিদের মধ্যে কাজের ও চিন্তাধারার সমনবয় সাধন করা

১০.৫.৫. জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে গণপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যৌথ উদ্যোগ সমনবয়ের মাধ্যমে প্রশাসনে বিরাজিত সিদ্ধান্তহীনতা ও অস্পষ্টতার অবসান ঘটানো ।

১১.০ উপসংহার

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হলে আমাদের সিভিল ব্যুরোক্র্যাসি এবং তার কার্যক্রম সম্পর্কে ক্রমবর্দ্ধমান আলোচনার সুযোগ বিস্তৃত হবে বলে আশা করা যায়। ইতোমধ্যে সিভিল ব্যুরোক্র্যাসির ভূমিকা নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। এ সকল বিষয়ে আলোচনা যতটা অগ্রসর হবে, জনগণের সাথে সিভিল কর্মচারীদের যোগাযোগের স্বরূপ উন্মোচন, এবিষয়ে স্বচ্ছ ধারণা গঠন এবং উচ্চতর গবেষণার প্রয়োজন ততোধিক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে প্রতিভাত হবে বলে ধারণা করা যায়।

এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার অবকাশ রয়েছে। কামরাই থানায় পরিচালিত এই গবেষণার ফলাফল সমস্যার প্রাথমিক স্বরূপ চিহ্নিত করতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়। যদিও সমগ্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তা পুরোপুরি প্রতিনিধিত্বশীল নাও হতে পারে। জনসাধারণের সাথে সরকারী কর্মচারীদের যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে জাতীয় ভিত্তিক গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা প্রশাসনকে জবাবদিহি ও গণমুখীকরণের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারে। বিষয়টির ওপর গবেষণার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে আগ্রহী ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গবেষকগণ এগিয়ে আসবেন বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি

১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, জুন, ১৯৯৪

২। আহমেদ, অধ্যাপক মোজাফফর, জনসংযোগ ও উন্নয়ন, জার্ণাল অফ বিপিআরএ, ১৯৮৯

৩। প্রশাসনের অন্দর মহল বাংলাদেশ, জয়ন্ত কুমার রায়, মুনতাসির মামুন, প্যাপিরাস, ১৯৮৭; কলকাতা

৪। বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র, সম্পাদনা : মুস্তফা মজিদ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ ৯ এপ্রিল,১৯৯১, ঢাকা

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সরকারী কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ১৯৭৯

৬। চট্টোপাধ্যায়,বঙ্কিম চন্দ্র,বাঙলা শাসনের কল, বঙ্কিম রচনাবলী(২য় খন্ড), সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা, ১৮৮০

৭। চৌধুরী, আবদুল গাফফার, বাংলাদেশে সিভিল ও আর্মি ব্যুরোক্র্যাসির লড়াই, ২১ ফেব্রুয়ারী,১৯৯২, নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ঢাকা

৮। দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, লোকায়ত দর্শন, কলকাতা

৯। মারুফ হাসান, জনসংযোগ - বর্তমানের প্রেক্ষাপট, দৈনিক সংবাদ

১০। এম,এ,খালেক ভুঁইয়া, জনসংযোগ কর্মীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, দৈনিক বাংলা, ১৯ নভেম্বর,১৯৯২

১১। এ,টি,এম,মোস্তফা কামাল, উন্নয়নে গণমাধ্যম : আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ, দৈনিক মিল্লাত ২০ জানুয়ারী,১৯৯৩

১২। Frank JEFKINS, Public Relations, 3rd Edition, Pitman Publishing, London, 1988

১৩। Nolte, L.W. and Wilcox, D.L., Effective Pblicity, How to reach the Public, New York : John Wiley & Sons, 1984.

১৪। Nuruddin, QAIM, Abuses of Public Relations, Journal of BPRA, 1989.

১৫। Marshall Mcluhan, Understanding Media, (London, Routledge and Kegan Paul Ltd.,1967)

১৬। CHAUHAN, A.S. Public Relations, Varma Brothers, New Delhi, 110001, 1978

১৭। Schramm, Wilbur and Porter, Willion E., Men Women and Media understanding Human Communication, Huper and Row, Publishers, New York, 1982, 2nd Edition

১৮। BRYAND,Koralie & WHITE,Loise G., Managing Rural Development: Peasant Participation in Rural Development, Rumanian Press, 2nd ed.1981

১৯। Steven H. Chaffe and Michael J.Petrick, Using the Mass Media, New York, Mac-Graw-Hill Book Company, 1975.

২০। TRABER, Michael The Myth of Information Revolution in Technology

২১। Mohiuddin Ahmed, Extension Communication In Developing Countries, Bangladesh Observer (27.11.92)

২২। Abdur Razzque Khan, Comprehensive Communication Policy, Bangladesh Observer (19.12.92).

২৩। মুস্তাফা মজিদ, লোকপ্রশাসনের তাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, প্রশাসনিক গবেষণা কেন্দ্র, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯৯২, ঢাকা

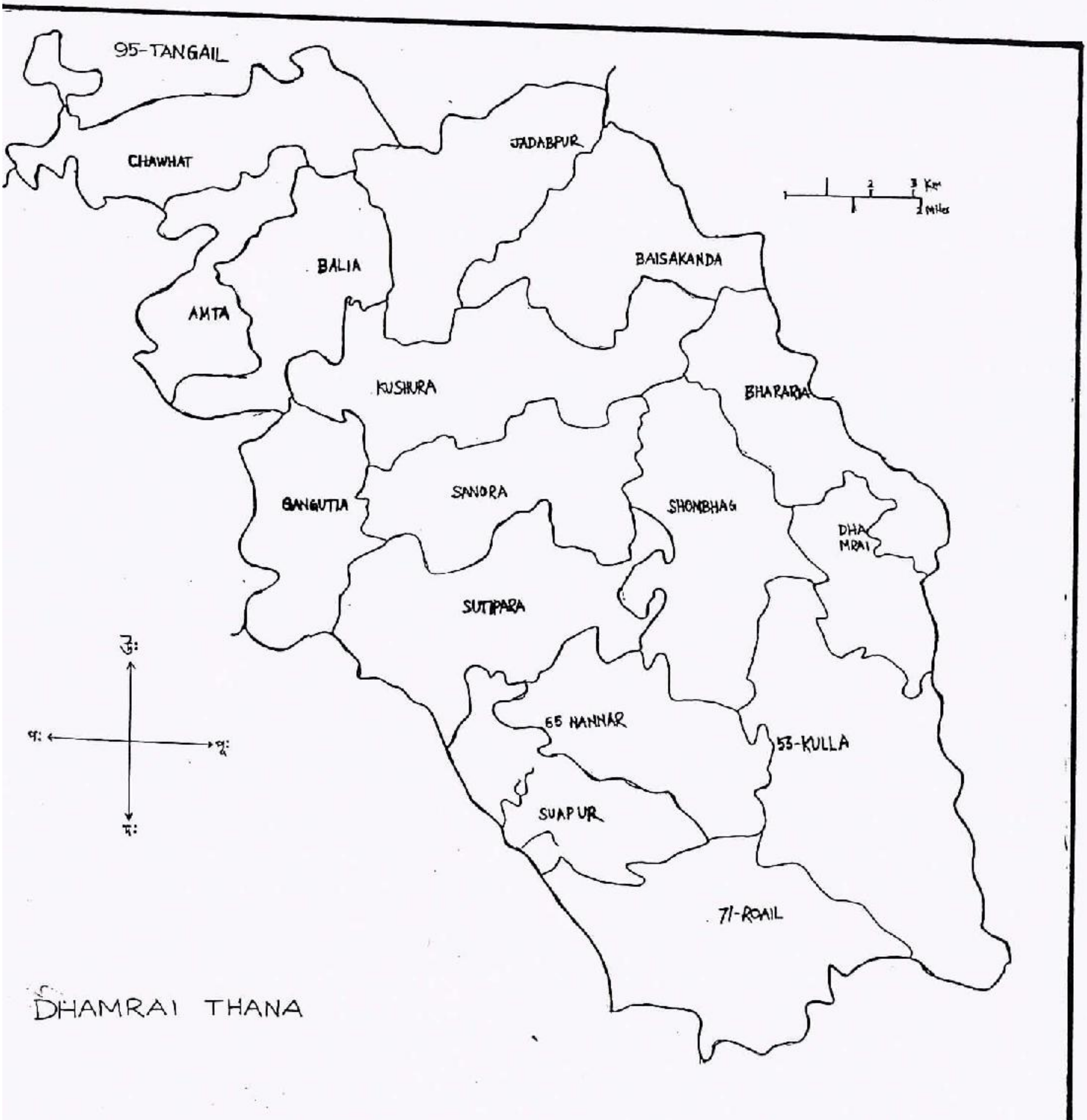

ধামরাই থানার মানচিত্র

পরিশিষ্ট-২

প্রশ্নপত্র-১
কর্মকর্তাদের জন্য প্রণীত

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

বিষয় :- 'ধামরাই থানায় সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র ।

বিঃদ্রঃ এই প্রশ্নপত্রে প্রাপ্ত উত্তর কেবলমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে । উত্তর দাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে ।

প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্য)

উত্তর দাতার নাম : ....

পদবী : ....

কর্মস্থলের ঠিকানা : ....

বর্তমান কর্মস্থলে চাকুরীর মেয়াদ : ....

নিজ জেলা : ....

চাকুরী জীবনের সর্বমোট মেয়াদ : ....

বয়স : ....

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা : .... অধীত বিষয় : ....

দ্বিতীয় অংশ

অনুগ্রহ করে শূন্য স্থানে প্রশ্নের জবাব লিখুন এবং প্রযোজ্য স্থানে টিক চিহ্ন ব্যবহার করুন

প্রশ্ন-১ ক) প্রতিষ্ঠানে/বিভাগে/দপ্তরে আপনার কাজ কি কি ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

খ) আপনাদের প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব আদর্শভাবে পালন করা সম্ভব হলে কারা উপকৃত হবেন বলে আপনার ধারণা ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

প্রশ্ন-২ ক) দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের জন্য আপনাকে কোন কোন ব্যক্তি/সম্প্রদায়/প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা প্রয়োজন হয় ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

খ) এই থানায় আপনাদের অফিস এবং অন্যান্য অফিস/বিভাগ/সংস্থা এরা কি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে একে অন্যের সাহায্যে এগিয়ে আসে ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

গ) এই যোগাযোগ আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন ?

[ ] অত্যাবশ্যকীয় [ ] জরুরী [ ] স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনীয়

[ ] তেমন প্রয়োজন নেই [ ] অপ্রয়োজনীয়

প্রশ্ন-৩ ক) আপনি কি মনে করেন আমাদের প্রশাসন স্বচ্ছ ও জবাব দিহিমূলক ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] অন্যান্য ....

খ) জবাব না হলে কি কারণে মনে হয়, প্রশাসন স্বচ্ছ ও জবাব দিহিমূলক নয় ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

গ) আপনার কি মনে হয় প্রশাসনে স্বচ্ছ ও জবাব দিহিতার ঘাটতির কারণে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে জনগণের যোগাযোগ স্বাভাবিক হতে পারছেনা ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] অন্যান্য ....

ঘ) আমাদের প্রশাসনে কিভাবে জবাব দিহিতা ও স্বচ্ছতা আনা সম্ভব ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

প্রশ্ন-৪ ক) জনগণের সাথে আপনার প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনে কোন কোন গণমাধ্যমকে আপনি সবচে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর বলে মনে করেন ? (অনুগ্রহ করে টিক দিন)

[ ] রেডিও [ ] টেলিভিশন [ ] সংবাদ [ ] সভা/সমাবেশ/পথসভা

[ ] গ্রন্থ/প্রচার পুস্তিকা [ ] সিনেমা/প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন

[ ] যাত্রা/সংগীত/লোক সংগীত/প্রচারণা ইত্যাদি লোকজ মাধ্যম

[ ] অন্যান্য.......................... (উল্লেখ করুন)

খ) আমাদের দেশের জনগণের কাছে বিশ্বাস যোগ্যতার ক্রম অনুসারে নিম্নোক্ত গণমাধ্যমগুলোকে মূল্যায়ন করুন (সবচে বেশী বিশ্বাসযোগ্য=৪, যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য=৩, বিশ্বাসযোগ্য=২, তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়=১, অবিশ্বাসযোগ্য=০) ।

[ ] বিবিসি [ ] ভোয়া [ ] CNN [ ] আকাশবাণী [ ] রেডিও বাংলাদেশ [ ] বাংলাদেশ টেলিভিশন [ ] দূরদর্শন

গ) গণমাধ্যমকে কিভাবে বিশ্বাসযোগ্য করা যেতে পারে ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

প্রশ্ন-৫ ক) অনুগ্রহ করে আপনার কর্ম এলাকার ৫টি প্রধান সমস্যা চিহ্নিত করুন

i) ....

ii) ....

iii) ....

খ) এ সমস্ত সমস্যা দূরীকরণে আপনি/আপনার বিভাগ কি কোন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

গ) জবাব হ্যাঁ হলে কি ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ করেন ?

i)................. ii)................ iii).............

প্রশ্ন-৬ ক) জনগণের সাথে সংযোগ স্থাপনে আপনি/আপনার বিভাগ কি কি উপায় অবলম্বন করে থাকেন ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

খ) আপনাদের এই যোগাযোগ কতটা কার্যকর হয় ?

.........% ক্ষেত্রে (আনুমানিক)

গ) এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা কি কি ?

i) .... ii) .... iii)............

ঘ) এগুলো কিভাবে দূর করা যেতে পারে ?

i) .... ii) .... iii) ....

ঙ) সাধারণত: আপনি মাসে কতবার জনসাধারণের সাথে যোগাযোগের জন্য মাঠ পর্যায়ে যান ? .... বার (আনুমানিক)

প্রশ্ন-৭ ক) আপনার কাছে গড়ে প্রতিদিন কতজন দর্শনার্থী আসেন ? .... জন (আনুমানিক)

খ) অফিস চলাকালীন সময়ে কি আপনি এদেরকে আপনার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

গ) এরা অনুমতি নিয়ে আপনার সাথে সাক্ষাৎ করেন কি ?

[ ] হ্যাঁ, সবসময়ে [ ] না, কখনই না [ ] মাঝে মাঝে, অনুমতি নেয়

ঘ) আপনার কাছে যারা সাক্ষাৎ করতে আসেন তারা সাধারণত: কোন কোন পেশার লোক ?

[ ] ব্যবসায়ী [ ] কৃষক [ ] চাকুরী জীবি

[ ] অন্যান্য ....(উল্লেখ করুন)

ঙ) কি ধরনের প্রয়োজনে এরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

চ) এ সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

ছ) এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণে সাধারণত: আপনার কতটা সময় লাগে ?

[ ] তাৎক্ষণিক [ ] ১ দিন [ ] ২ দিন [ ] ১ সপ্তাহ [ ] অন্যান্য

জ) অফিস সময়ের পরও দর্শনার্থীরা আপনার সাথে দেখা করতে আসেন ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

ঝ) আপনি আর কিভাবে জনগণের সাথে সাক্ষাৎ করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

প্রশ্ন-৮ ক) আপনার কর্ম এলাকার গণপ্রতিনিধিরা কি আপনাদের প্রশাসনিক কাজে হস্তক্ষেপ করেন ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

খ) এই থানায় কাজ করার সময়ে কেউ কি কখনও অবৈধভাবে আপনার কাছ থেকে কোন সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করেছে ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

গ) সাধারণত: কোন ধরনের লোক এভাবে আপনাকে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করে ?

[ ] গণপ্রতিনিধি [ ] এলাকার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি

[ ] অন্য কোন প্রতিষ্ঠান [ ] উর্ধ্বতন কর্মকর্তা [ ]ব্যবসায়ী

[ ] কৃষক [ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

ঘ) আপনি কি উপরে উল্লিখিত কারণে (৭ক - গ পর্যন্ত) জনসাধারণের সাথে খোলামেলা যোগাযোগ/সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে দ্বিধায় ভোগেন ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

ঙ) আপনার কর্ম এলাকার গণপ্রতিনিধিদের আপনাদের প্রতি মনোভাব কেমন ?

[ ] সহযোগিতা ও বন্ধুত্বমূলক [ ] কর্তৃত্ব পরায়ন ও দিক

নির্দেশনামূলক [ ] অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ [ ] অন্যান্য ....

প্রশ্ন-৯ ক) আপনি কি কখনো নিম্নোক্ত কোন ধরনের সংগঠনের সাথে যুক্ত ছিলেন ? (অনুগ্রহপূর্বক প্রযোজ্য উত্তর/উত্তর সমূহে টিক দিন)

[ ] সাংস্কৃতিক

[ ] রাজনৈতিক

[ ] স্বেচ্ছাসেবী

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

খ) এসব বিষয় কি জনগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপনে আপনাকে সাহায্য করে ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

গ) জবাব হ্যাঁ হলে, তা কিভাবে সহায়ক হয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

প্রশ্ন-১০ ক) আপনি কি মনে করেন মাঠ পর্যায়ে বিভাগ/দপ্তর/ক্যাডারের মধ্যে, দ্বন্দ্ব, কলহ, রেষারেষি, সরকারী কর্মকর্তাদের আন্ত:বিভাগীয় সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্থ করছে ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) আপনি কি মনে করেন আন্ত:বিভাগীয় সমন্বয়ের সমস্যার কারণে জনগণ ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যেকার স্বাভাবিক সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

প্রশ্ন-১১ ক) আপনি কি জনগণের সাথে সংযোগ রক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) করে থাকলে কখন, কোথায়, কি ধরনের শিক্ষা/প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

গ) জনগণের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে আপনার নিজের কি কি সমস্যা আছে বলে মনে করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

ঘ) তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আপনি কোন নীতির সমর্থক ? (প্রযোজ্যটিতে টিক দিন)

[ ] সব রকমের তথ্য সাধারণ্যে প্রকাশের নীতিতে বিশ্বাসী

[ ] কেবল মাত্র প্রয়োজনীয় তথ্যই জনগণকে জানতে দেওয়া উচিৎ

[ ] তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে সীমিত বিধি নিষেধ থাকা উচিৎ

[ ] তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কঠোর বিধি নিষেধ বিদ্যমান থাকা উচিৎ - না হলে দপ্তরের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে

[ ] অন্যান্য (নিজস্ব মত উল্লেখ করুন) ....

প্রশ্ন-১২ ক) সরকারী কর্মচারী হিসেবে অবাধ ও মুক্ত গণমাধ্যমের সাথে খোলামেলা সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে আচরণ বিধিমালার কোন প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন কি ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) জবাব হ্যাঁ হলে, কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

গ) এই প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা যেতে পারে ?

i) .... ii) .... iii) ....

প্রশ্ন-১৩ ক) জনগণের জন্য আপনার দপ্তরের জ্ঞাতব্য বিষয়সমূহ আপনি কিভাবে তাদেরকে জ্ঞাত করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

খ) আপনার বিভাগে এতদসংক্রান্ত বিষয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানা কি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয় ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

গ) এসব বিষয়ে জনগণের প্রতিক্রিয়া আপনারা কিভাবে সংগ্রহ করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

ঘ) সাধারণত: কতদিনের মধ্যে এই প্রতিক্রিয়া জানতে পারেন ?

(৫)/(১০)/(১৫)/(২০)/(ততোধিক) দিন

ঙ) প্রতিক্রিয়া জানার পর আপনারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কি ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

চ) জবাব হ্যাঁ হলে কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

প্রশ্ন-১৪ ক) আপনার দপ্তরের অধীনস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ কিভাবে তাদেরকে অবহিত করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

খ) আপনার কর্মক্ষেত্রে বিদ্যমান অবস্থা, সমস্যাসমূহ কি আপনারা উর্ধ্বতন দপ্তর/কর্মকর্তাকে অবহিত করেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

গ) আপনাদের রিপোর্টের উপর কি উর্ধ্বতন অফিস/কর্মকর্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

ঘ) এ ধরনের একটি ঘটনায় উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সিদ্ধান্ত পেতে আনুমানিক গড়ে কয়দিন সময় লাগে ? .... দিন (আনুমানিক)

ঙ) আপনার অধীনস্থ অফিস/কর্মকর্তার কাছ থেকে আগত সমস্যার সমাধান সম্পর্কিত আপনার মতামত সাধারণত: আপনি গড়ে কত দিনের মধ্যে অবহিত করেন ? (৫)/(১০)/(১৫)/(২০)/(ততোধিক) দিনের মধ্যে ।

চ) আপনার/আপনাদের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অধীনস্থদের প্রতিক্রিয়া কিভাবে জানতে পারেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

ছ) প্রতিক্রিয়া জানার পর আপনারা কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেন ?

জ) এই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে গড়ে আপনাদের কতটা সময় প্রয়োজন হয় ?

আনুমানিক .... দিন ।

প্রশ্ন-১৫ ক) কোন বিষয়ে জনমত সৃষ্টির প্রয়োজন হলে আপনারা কিভাবে তা করবেন ?

১) ....

২) ....

৩) ....

৪) ....

তথ্য দাতার স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক)
তারিখ :..........:......

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

তারিখ : ....

পরিশিষ্ট-৩

প্রশ্নপত্র-২
৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য প্রণীত

বিষয় :- ধামরাই থানায় সিভিল কর্মচারীদের জনসংযোগ' শীর্ষক
গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র

বিঃদ্রঃ এই প্রশ্নপত্রে প্রাপ্ত উত্তর কেবলমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে ।
উত্তর দাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে ।

প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্য)

উত্তর দাতার নাম :

পদবী :

কর্মস্থলের ঠিকানা :

বর্তমান কর্মস্থলে চাকুরীর মেয়াদ :

নিজ জেলা :

চাকুরী জীবনের সর্বমোট মেয়াদ :

বয়স :

দ্বিতীয় অংশ

প্রশ্ন-১ ক) দপ্তরে আপনাকে কি কি কাজ করতে হয় ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

খ) দায়িত্ব পালনের জন্য আপনাকে কোন ধরনের লোকের সাথে যোগাযোগ করতে হয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

প্রশ্ন-২ আপনাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আপনাদের প্রতি মনোভাব কেমন ?

i) প্রভুত্বমূলক ii) বন্ধুসুলভ iii) দায়িত্ব পালনে সহায়ক এবং পরিপূরক iv) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)..........................

প্রশ্ন-৩ ক) আপনাদের অফিসে কোন ধরনের লোক আসে ?

i) .... ii)................ iii).............

খ) এরা কেন আসে ?

১) তদবির করে কাজ করে দেওয়ার জন্য

২) নিজেদের সমস্যার সমাধান করতে

৩) জোরপূর্বক কাজ আদায় করে নিতে

৪) অন্যান্য ....

গ) এরা আপনাদের অফিসে এসে প্রথমে কার সাথে যোগাযোগ করে ?

১) সংশ্লিষ্ট অফিসারের সাথে

২) আমার সহকারী অথবা অফিসের অন্য কারও সাথে

৩) অন্যান্য ....

ঘ) যারা বিভিন্ন কাজে আপনাদের অফিসে আপনার কাছে আসেন তারা আপনাদের সাথে কেমন ব্যবহার করেন ?

[ ] খুবই ভাল ব্যবহার করে [ ] ভাল ব্যবহার করে

[ ] কখনও কখনও ভাল ব্যবহার করে [ ] দুর্ব্যবহার করে

প্রশ্ন-৪ ক) এই থানায় আপনাদের অফিসের অন্য কোন অফিস/সংস্থার যোগাযোগ বেশী ?

i)................. ii) .... iii) ....

....

খ) এদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কেমন ?

[ ] আনুষ্ঠানিক [ ] অনানুষ্ঠানিক [ ] সৌহার্দ্যপূর্ণ

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

প্রশ্ন-৫ ক) আপনারা কিভাবে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

খ) এই যোগাযোগ আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য কি প্রয়োজনীয় মনে করেন ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

প্রশ্ন-৬ ক) আপনাদের অফিস আপনার সাথে কোন পেশা বা ধরনের সাধারণ মানুষের সবচে বেশী যোগাযোগ রক্ষা করে ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

খ) দৈনিক এ ধরনের কতজন লোক আপনাদের অফিসে আসে ? .... জন

গ) (১) আপনাদের অফিসে যারা বিভিন্ন কাজে আসে তাদের মধ্যে কোন ধরনের লোকদেরকে সবচে বেশী গুরুত্ব প্রদান করা হয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

(২) কোন ধরনের লোকদেরকে সবচে কম গুরুত্ব প্রদান করা হয় ?

i) .... ii) ... . iii) ....

....

প্রশ্ন-৭ ক) যারা আপনাদের অফিসে দাপ্তরিক কাজে আসে তাদের কাজ নিষ্পত্তি হতে গড়ে কতদিন সময় লাগে ? .... দিন

খ) আপনাদের অফিসে এরা এলে তাদের সাথে কেমন ব্যবহার করা হয় ?

[ ] সবার সাথে খুবই ভাল ব্যবহার করা হয়

[ ] আগত ব্যক্তিদের মর্যাদা অনুসারে তার সাথে ব্যবহার করা হয়

[ ] আগত ব্যক্তিদেরকে অবহেলা করা হয়

[ ] আগত ব্যক্তিদেরকে অবহেলা করা হয়

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

প্রশ্ন-৮ ক) আপনার মতে নাগরাই থানার উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা/অন্তরায়গুলো কি কি ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

খ) এ সমস্ত সমস্যা সমাধানে আপনাদের অফিস/আপনি কি ভূমিকা রাখছে ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

প্রশ্ন-৯ ক) আপনার দপ্তরের পক্ষ থেকে কোন কোন বিষয় জনগণকে অবহিত করার জন্য তাদের সাথে আপনারা যোগাযোগ করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

খ) কিভাবে তাদের সাথে এই যোগাযোগ করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

গ) আপনারা যে সব বিষয়ে জনসাধারণের সাথে যোগাযোগ করেন তা কতটা কার্যকর হয় ?

.... % (আনুমানিক)

ঘ) এলাকার সাধারণ মানুষের আপনাদের অফিসের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কেমন ধারনা ?

[ ] অতি দরকারী বিভাগ

[ ] স্বাভাবিকভাবে উপকারী বিভাগ

[ ] এ বিভাগ না থাকলেও তেমন ক্ষতি নেই

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

প্রশ্ন-১০ ক) আপনার অফিসের সবাই নিজেদেরকে একটি দলের (টিম) সদস্য হিসেবে নিজেদেরকে মনে করেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) আপনার বিবেচনায় আপনার অফিসে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহমর্মিতা কেমন

[ ] অতি উত্তম [ ] উত্তম [ ] সাধারণ মানের [ ] তেমন ভাল নয়।

ঘ) আপনি কি আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাজে স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা প্রদান করেন

[ ] হ্যাঁ, সবসময় [ ] না, কখনই নয় [ ] কখনও কখনও

প্রশ্ন-১১ ক) আপনার দপ্তরের কর্ম পরিবেশ কি সৌহার্দ্যপূর্ণ মনে হয় ?
[ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) আপনার অফিসের সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার মতামত কি গুরুত্ব পায় ?
[ ] হ্যাঁ [ ] না

গ) এই অফিসের সকলের মধ্যে কি সদ্ভাব, সম্প্রীতি বিদ্যমান ?
[ ] হ্যাঁ [ ] না

প্রশ্ন-১২ ক) এই এলাকার মানুষের সাথে আপনার কি কোন যোগাযোগ আছে ?
[ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) আপনারাই থানায় সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা অনুভব করছেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

প্রশ্ন-১৩ এই এলাকায় কোন বিষয়ে জনমত সৃষ্টি অথবা কোন কর্মসূচি সফল করতে হলে আপনারা কিভাবে তা করবেন ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

iv) ....

তথ্যদাতার স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক)

তারিখ : ....

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর
তারিখ : ....

পরিশিষ্ট-ঘ

প্রশ্নপত্র-৩
জনপ্রতিনিধিদের জন্য প্রণীত

বিষয় :- 'সামরাই খামার মিশ্রিত কর্মচারীদের জনসংযোগ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র ।

বিঃদ্রঃ এই প্রশ্নপত্রে প্রাপ্ত উত্তর কেবলমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে । উত্তর দাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে ।

প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্য)

উত্তর দাতার নাম : ....

পদবী : ....

বর্তমানের ঠিকানা : ....

প্রতিষ্ঠানের নাম : .... থানা : ....

জেলা : ....

সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা : ....

দ্বিতীয় অংশ

প্রশ্ন-১ ক) আপনি কখন এই এলাকায় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ?

.... বৎসর .... মাস

খ) এর আগেও কি আপনি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত/মনোনীত হয়েছেন ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না

উত্তর হ্যাঁ হলে, কতবার ? .... বার .... বৎসর (মোট)

গ) আপনার এলাকার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যা বিদ্যমান ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

iv) ....

প্রশ্ন-২ ক) আপনার এলাকার সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কি এসব সমস্যা সমাধানে অবদান রাখে ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

খ) জবাব হ্যাঁ হলে কিভাবে ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

প্রশ্ন-৩ ক) সরকারী কোন কোন বিভাগের কর্মচারী আপনার এলাকার সরাসরি নিয়োজিত আছে ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

খ) এরা এদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করছেন ?

[ ] অত্যন্ত সন্তোষজনকভাবে

[ ] সন্তোষজনকভাবে

[ ] মোটামুটি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন

[ ] এদের কাজের মান আদৌ সন্তোষজনক নয়

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

গ) দায়িত্ব পালনে এদের কি কি ঘাটতি/সীমাবদ্ধতা রয়েছে বলে আপনি মনে করেন ?

i)............... ii) .... iii) .... iv) ....

....

প্রশ্ন-৪ ক) আপনার নিজের গ্রাম/এলাকায় কোন কোন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী কোন কাজে অথবা জনগণের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আসেন ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

খ) গত একমাসে এরকম কতজন আপনাদের এলাকায় এসেছেন ? .... জন (আনুমানিক)

গ) এরা কোন ধরনের কাজে আপনার এলাকায় আসেন ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

ঘ) আপনাদের থানা সদরে এবং সরাসরি আপনার এলাকায় যে সকল সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী রয়েছেন আপনি কি এদের সাথে কাজ করতে সবচ্ছন্দ অনুভব করেন ?

[ ] হ্যাঁ, সবসময় [ ] না কখনই না [ ] অনেকের সাথে সবচ্ছন্দ অনুভব করি ।

ঙ) জবাব না হলে অনুগ্রহ করে কারণ উল্লেখ করুন

i) .... ii) .... iii) ....

....

প্রশ্ন-৫ ক) কোন কর্মকান্ড/উন্নয়ন প্রক্রিয়ার বিষয়ে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কি সাধারণ জনগণের সাথে যোগাযোগ করেন ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

খ) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা কিভাবে সাধারণ মানুষের সাথে যোগাযোগ করে ?

i) .... ii)........ iii).........., iv) ....

....

গ) তারা জনগণের সাথে যে বিষয়ে যোগাযোগ করে তা কি কার্যকর হয় ? ....% (আনুমানিক)

ঘ) এক্ষেত্রে কি কি প্রতিবন্ধকতা আছে বলে মনে হয় ?

i) .... ii) .... iii) .... iv)...........

....

ঙ) এই প্রতিবন্ধকতা কিভাবে দূর করা সম্ভব ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

প্রশ্ন-৬ ক) উন্নয়ন কর্মকান্ড অথবা জাতীয় এবং অন্যান্য সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে করণীয়, বা অন্যান্য তথ্য আপনারা কোন মাধ্যম থেকে পেয়ে থাকেন ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

খ) আপনার বিবেচনায় আর কোন কোন মাধ্যমে এসকল প্রচারণা/যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

প্রশ্ন-৭ ইদানিং বলা হচ্ছে 'তথ্যই শক্তি' অর্থাৎ তথ্য প্রবাহের সচলতা সমাজের উন্নয়নের চাবিকাঠি ।

ক) আপনার কি মনে হয় সমাজ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহে সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারছেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

খ) জবাব না হলে, আপনার বিবেচনায় কেন তারা ব্যর্থ হচ্ছেন ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

গ) এগুলো কিভাবে দূর করা যেতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

প্রশ্ন-৮ ক) আপনার জানামতে সরকারী কর্মচারীরা গণমাধ্যমের সাথে কি ধরনের যোগাযোগ রক্ষা করে ?

[ ] খোলা মেলাভাবে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে তথ্য আদান প্রদান করে
[ ] সতর্কতার সাথে গণমাধ্যমের কাছে থেকে তথ্য গোপন করে রাখে
[ ] গণমাধ্যমের গুরুত্বকে অবহেলা করে
[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন)..................

খ) আপনার বিবেচনায় সরকারী কর্মচারীদের গণমাধ্যমের সাথে কি ধরনের সম্পর্ক রক্ষা করা উচিত ?

i) .... ii) .... iii) .... iv) ....

....

গ) সরকারী কর্মচারীদের গণমাধ্যমের সাথে যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে আচরণ বিধিমালায় যে বিধান রয়েছে তা কি বাস্তবানুগ ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই

প্রশ্ন-৯ ক) আপনার এলাকার সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা জনগণের সাথে সংযোগ বিচ্ছিন্ন ? হ্যাঁ [ ] না [ ] আংশিক [ ]

খ) আপনার এলাকার সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা দুর্নীতি গ্রস্থ ?

হ্যাঁ [ ] না [ ] আংশিক [ ]

গ) সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিমুক্ত করাও এদের গণবিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে আপনার পরামর্শ কি ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

iv) ....

ঘ) সরকারী কর্মচারীদের গণসংযোগের মান উন্নয়নে কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে । এ সম্পর্কে আপনার সুপারিশ উল্লেখ করুন ।

i) ....

ii) ....

iii) ....

ঙ) কিভাবে প্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

উত্তর দাতার স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক)
তারিখ : ....

উপাত্ত সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

তারিখ : ....

পরিশিষ্ট-৫

প্রশ্নপত্র-৪
সাধারণ জনগণ, বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিবর্গ ও
স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জন্য প্রণীত

বিষয় :- 'খাগড়াছড়ি থানায় সিভিল কর্মচারীদের গণসংযোগ' শীর্ষক গবেষণা প্রকল্পের জন্য প্রণীত প্রশ্নপত্র ।

বিঃদ্রঃ এই প্রশ্নপত্রে প্রাপ্ত উত্তর কেবলমাত্র গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হবে ।
উত্তর দাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে ।

প্রথম অংশ (ব্যক্তিগত তথ্য)

উত্তর দাতার নাম :

ঠিকানা :

পেশা :

বয়স :

শিক্ষা :

দ্বিতীয় অংশ

প্রশ্ন-১ ক) আপনাদের এলাকায় সরকারী কোন কোন বিভাগের কর্মচারী নিয়োজিত আছে ?

i) .... ii)............... iii) ....

খ) এরা কি এলাকা বা দেশের কোন সমস্যা বা আপনাদের নিজেদের উন্নয়নের জন্য করণীয় বিষয়ে আপনাদের সাথে কোন কোন যোগাযোগ করে ?

[ ] হ্যাঁ, নিয়মিত যোগাযোগ করে

[ ] না, কখনও যোগাযোগ করেনা

[ ] মাঝে মধ্যে যোগাযোগ করে

[ ] আমাদেরকেই যোগাযোগ করতে হয়

জবাব হ্যাঁ হলে, কিভাবে এরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করে ?

i) .... ii) .... iii) ....

প্রশ্ন-২ ক) আপনি কি প্রয়োজনে কখনও এই থানায় থানা সদরে অথবা অন্য কোন সরকারী অফিসে যান ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

জবাব হ্যাঁ হলে -

(১) সাধারণত: কোন কোন অফিসে আপনাকে যেতে হয় ?

i) .... ii)............... iii) ....

....

(২) সাধারণত কি কি কাজে আপনাকে এসব অফিসে যেতে হয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

(৩) সাধারণত: এ সমস্ত দপ্তর/অফিস থেকে এসব বিষয়ে কি ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

(৪) এ সকল অফিসের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা আপনাদের সাথে কি ধরনের ব্যবহার করেন ?

[ ] আন্তরিক ব্যবহার [ ] আনুষ্ঠানিক ও নির্বিকার ব্যবহার

[ ] অবহেলা ও অবজ্ঞাপূর্ণ ব্যবহার [ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন)......

খ) এ সমস্ত অফিসে একটি কাজের ফয়সালা হতে সাধারণত: কতদিন সময় লাগে ?

[ ] ....দিন (আনুমানিক)

[ ] অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোন ফয়সালা হয়না

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

গ) এ সমস্ত দপ্তরে কাজ করতে গিয়ে কি কখনও আপনাকে হয়রানির শিকার হতে হয়েছে ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

জবাব হ্যাঁ হলে কতবার ? .... বার

ঘ) আপনি কি কখনও কোন সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীকে ঘুষ/ উৎকোচ দিতে বাধ্য হয়েছেন ? হ্যাঁ/না

জবাব হ্যাঁ হলে -

i) কতবার ? ....বার

ii) এসকল ক্ষেত্রে কি ফলাফল আপনার অনুকূলে গিয়েছিল ?

[ ] হ্যাঁ [ ] কয়েকবার সফল হয়েছি [ ] না

ঙ) আপনি যেসব অফিসে কাজের জন্য যান সেসব অফিসের অফিসারের সাথে সরাসরি দেখা করেন কি ?

[ ] হ্যাঁ সব সময়ই [ ] না, কখনও নয় [ ] কখনও কখনও

জবাব না হলে, সরাসরি কেন দেখা করেন না ?

[ ] দারোয়ান/কেরানী মহাশয়েরা অফিসারের সাথে দেখা করার ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে

[ ] ভয়ে অফিসারের সাথে সাক্ষাৎ করিনা

[ ] অফিসারের সাথে সাক্ষাতের প্রয়োজন হয় না, নীচের থেকেই কাজ সমাধা হয়ে যায়

[ ] অন্যান্য ....

চ) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যখন আপনাদের সাথে কথা বলেন তখন তারা যা বলতে চান তা কি আপনাদের মতো করে বুঝিয়ে বলেন ?

[ ] হ্যাঁ, সবসময় [ ] না, কখনও বুঝিয়ে বলেন না

[ ] বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন কিন্ত আমরা সব বুঝিনা

[ ] বুঝিয়ে বলার মত ধৈর্য এবং সময় তাদের সবসময় থাকেনা

[ ] অন্যান্য ....

ছ) এরা যে সমস্ত করণীয় বিষয়ে জনগণকে যে পরামর্শ দেন এগুলো কি আপনারা পালন করে ? [ ] হ্যাঁ [ ] না

জবাব হ্যাঁ হলে,

শতকরা কতভাগ ক্ষেত্রে এটা বাস্তবায়িত হয় ? .... ভাগ

প্রশ্ন-৩ ক) থানা সদরের অথবা অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীরা আপনার গ্রামে/এলাকায় আসেন ?

[ ] হ্যাঁ, নিয়মিত আসেন

[ ] না, কখনও আসেন না

[ ] মাঝে মধ্যে আসেন

খ) আপনার জানামতে গত এক মাসে আপনাদের গ্রামে কোন কোন বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী কতবার এসেছিলেন ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

iv) ....

গ) এরা সাধারণত: কি উদ্দেশ্যে আসেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

প্রশ্ন-৪ ক) সাধারণত: সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আপনাদের যোগাযোগ কিভাবে হয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

খ) এরা কি এলাকার/সমাজের/দেশের উন্নয়ন সম্পর্কে আপনাদের সাথে কোন আলোচনা/যোগাযোগ করেন ?

[ ] হ্যাঁ, সবসময় করে থাকেন

[ ] না, কখনও করেন না

[ ] কখনও কখনও করে থাকেন

প্রশ্ন-৫ ক) আপনাদের থানায় যারা সরকারী কর্মচারী/কর্মকর্তা এরা কি দুর্নীতিগ্রস্থ ?

[ ] হ্যাঁ, প্রায় সকলেই

[ ] না হাতে গোনা ২/১ জন

[ ] প্রায় অর্ধাংশ

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন)...............

জবাব 'হ্যাঁ' হলে,
জবাব হ্যাঁ হলে, আপনি কি মনে করেন দুর্নীতিগ্রস্থ হওয়ার কারণে এরা জনগণের সাথে স্বাভাবিক যোগাযোগ রক্ষায় তেমন মনোযোগী নয় ?

[ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

প্রশ্ন-৬ ক) ধরুন আপনাদের এলাকায় উন্নয়নের জন্য নতুন কোন কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করে তুলতে হলে যোগাযোগের কোন মাধ্যম/মাধ্যমগুলো ব্যবহার করলে ভাল হবে বলে আপনি মনে করেন ?

[ ] ব্যক্তিগত যোগাযোগ [ ] রেডিও [ ] টেলিভিশন
[ ] সিনেমা/বায়োস্কোপ [ ] পত্র পত্রিকা [ ] পোস্টার প্রচার/পুস্তিকা
[ ] সভা সমাবেশ [ ] সেমিনার/ওয়ার্কশপ/প্রশিক্ষণ [ ] যাত্রা,জারী,সারী, গান,কবির লড়াই ইত্যাদি লোকজ মাধ্যম [ ] উপরের কোনটিই নয়
[ ] উপরের সবগুলো পদ্ধতি একত্রে প্রয়োগ করা

খ) বিশ্বাসযোগ্যতার ক্রমানুসারে নিম্নোক্ত গণমাধ্যমগুলোকে মূল্যায়ন করুন (সবচে বিশ্বাসযোগ্য মাধ্যম=৪, যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য=৩, বিশ্বাসযোগ্য=২, তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়=১, মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়=০)

[ ] বিবিসি [ ] ভয়েস অব আমেরিকা [ ] রেডিও বাংলাদেশ
[ ] দূরদর্শন [ ] আকাশবাণী [ ] বিটিভি [ ] CNN

গ) আমাদের দেশের গণমাধ্যমকে অধিক বিশ্বাসযোগ্য করতে আপনার সুপারিশ কি ?

i) .... ii) .... iii) ....

প্রশ্ন-৭ ক) আপনাদের কি মনে হয় সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সকল নাগরিককে সমান সেবা/গুরুত্ব প্রদান করে ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] কখনও কখনও

খ) জবাব না হলে,
এরা কোন ধরনের ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে বেশী গুরুত্ব প্রদান করে বলে মনে করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

গ) সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন ধরনের ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে সবচে কম গুরুত্ব প্রদান করে বলে মনে করেন ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

ঘ) আপনার বিবেচনায় এই বৈষম্যমূলক আচরণের কারণ কি হতে পারে ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

প্রশ্ন-৮ ক) আপনি কি মনে করেন স্থানীয় সরকার কাঠামোর (ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি) পরিকল্পনা/কর্মসূচী বাস্তবায়নে সরকারী কর্মচারীদের সেবা/সহায়তা প্রদান করা উচিত ?

[ ] হ্যাঁ, সকল সময়ে [ ] না, কখনই না [ ] মাঝে মধ্যে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে

জবাব হ্যাঁ হলে,
সরকারী কর্মচারীরা কি স্থানীয় সরকার কাঠামোকে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করেন ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] মাঝে মাঝে

প্রশ্ন-৯ ক) সামগ্রিক বিবেচনায় আপনি সরকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন ?

[ ] জনগণের প্রতি সেবা প্রদানকারী সহায়ক উপকারী বন্ধু হিসেবে

[ ] দেশের স্বাভাবিক জীবন যাত্রা অব্যাহত রাখা এবং দুর্যোগ ও সংকট মোকাবিলায় সরকারের বিশ্বস্ত অনুচর

[ ] জনগণের অর্থে ধারণকারী অথচ জনগণের স্বার্থের বিষয়ে উদাসীন গোষ্ঠী

[ ] জনগণের অর্থ আত্মসাৎকারী ও দুর্নীতিবাজদের চক্র

[ ] অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ....

খ) আপনি কি মনে করেন আমাদের প্রশাসন স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ?
[ ] হ্যাঁ [ ] না

জবাব হ্যাঁ হলে,
কি কি কারণে আপনার মনে হয় প্রশাসন স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক নয় ?

i) .... ii) .... iii) ....

....

গ) আপনি কি মনে করেন সরকারী কর্মচারীদের জনগণের সাথে কোন যোগাযোগ নেই ? [ ] হ্যাঁ [ ] না [ ] ক্ষীণ

প্রশ্ন-১০ জনগণের সাথে সরকারী কর্মচারীদের যোগাযোগ উন্নয়নে/বৃদ্ধিকল্পে যোগাযোগ কার্যকর করতে, প্রশাসনকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহি করতে আপনার পরামর্শ কি কি ?

i) ....

ii) ....

iii) ....

....

উত্তর দাতার স্বাক্ষর (ঐচ্ছিক)

তারিখ : ....

উপাত্ত সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর

তারিখ : ....